গদ্য ০২

ভাব ও কাজ কাজী নজরুল ইসলাম

গদ্যটির মূলকথা

ভাব ও কাজের মধ্যে পার্থক্য অনেক। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু শুধু ভাব দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তার জন্য কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দরকার হয়। ভাবের দ্বারা মানুষকে জাগিয়ে তোলা যায়, কিন্তু যথাযথ পরিকল্পনা ও কাজের স্পৃহা ছাড়া যেকোনো ভালো উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রচনাটিতে লেখক দেশের উন্নতি ও মুক্তি এবং মানুষের কল্যাণের জন্য ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন।

গদ্যটির শিখনফল : গদ্যটি অনুশীলন করে আমি–

- শিখনফল-১ : ভাব ও কাজ– এ দুটির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব।
- শিখনফল-২ : ভাবকে কীভাবে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় তা জানতে পারব। [ঢা. বো. '১৮; কু. বো. '১৮]
- শিখনফল-৩ : ভাবের বাঁশি যিনি বাজাবেন, তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারব। [সি. বো. '১৭]
- শিখনফল-৪ : স্পিরিট বা আত্মার শক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। [সি. বো. '১৮]
- শিখনফল-৫ : শুধু ভাবের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারব। [দি. বো. '১৮]
- শিখনফল-৬ : লক্ষ্য অর্জনে পদক্ষেপ কেমন হওয়া উচিত তা অনুধাবন করব। [চ. বো. '১৭]

লেখক-পরিচিতি

নাম : কাজী নজরুল ইসলাম।

জন্ম তারিখ : ২৫শে মে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান : বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম।

সাহিত্যকর্ম : কাব্যগ্রন্থ : অগ্নিবীণা, দোলনচাঁপা, বিষের বাঁশী ইত্যাদি। প্রবন্ধ গ্রন্থ : যুগবাণী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্রমঙ্গল, ধূমকেতু ইত্যাদি। উপন্যাস : বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা ইত্যাদি। নাটক : ঝিলিমিলি, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে ইত্যাদি। গানের বই : বুলবুল, চোখের চাতক, গীতি শতদল ইত্যাদি।

মৃত্যু তারিখ : ২৯শে আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ। সমাধিস্থান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে।

উৎস–পরিচিতি

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের 'যুগবাণী' প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধ পাঠ করে শিক্ষার্থীরা মহৎ কাজের জন্য অনুপ্রাণিত হবে। শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হওয়া নয়, ভাবের সঙ্গে পরিকল্পিত কর্মশক্তি ও বাস্তব উদ্যোগের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

উচ্ছ্বাস – প্রবল ভাবাবেগ, আবেগময় উল্লাস।
নিন্দা – কুখ্যাতি, বদনাম, দোষ দেওয়া, অপযশ।
কোমল – নরম, মৃদু, কাঠিন্যশূন্য এমন।
মাতাইয়া – উৎসাহের সঙ্গে জাগিয়ে, আনন্দে মত্ত করে।
কার্যসিদ্ধি – কৃতকার্যতা, সাফল্য, বাঞ্ছিত কাজের ফললাভ।
ভাবাবেশ – ভাবাবেগ, মনের অবস্থা।
নিঃস্বার্থ – স্বার্থহীন, নিজের প্রয়োজনমুক্ত।

বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই–

পুষ্পবিহীন	কর্পূর	বাঁশি	নিঃস্বার্থ	ত্যাগী	সূক্ষ্ম	জনসাধারণ	অনুভূতি	নিদ্রা	কাঁসি
বরণ	স্পিরিট	ভ্যাংচানো	মুখোশ	হট্টগোল	বিহ্বল	বাঁধিয়া	স্বাতন্ত্র্য	শাবল	আত্মা

অনুশীলন

সেরা প্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, গদ্যটিতে সংযোজিত প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে বিভক্ত করে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে প্র্যাকটিস কর।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর — পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. 'ভাব ও কাজ' লেখাটি কোন ধরনের সাহিত্য?
ক ছোটগল্প খ প্রবন্ধ
গ কাহিনী কাব্য ঘ উপন্যাস
খ
[তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-10]

২. "সে ভাবাবেশ কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়"– বাক্যটির 'কর্পূর' শব্দের অর্থ নিচের কোনটি?
ক কপালের রেখা
খ এক ধরনের পাখি বিশেষ
গ বাতাসের সংস্পর্শে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এমন বস্তু
ঘ বাতাসের সংস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এমন বস্তু
ঘ
[তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা, পৃষ্ঠা-9]
▶▶ তথ্য-ব্যাখ্যা : কর্পূর হলো বৃক্ষরস থেকে তৈরি গন্ধদ্রব্য বিশেষ, যা বাতাসের সংস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

৩. 'ভাবের সুরা পান করো ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইও না।' জ্ঞান হারালে–
i. দেশের পতন হবে
ii. নিজের পতন হবে
iii. মনুষ্যত্বের পতন হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
[তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-8]
▶▶ তথ্য-ব্যাখ্যা : 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক জনসাধারণ বা শিক্ষিত মানুষদের ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হয়ে ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান হারাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, জ্ঞান হারিয়ে ফেললে দেশের পতন, নিজের পতন ও মনুষ্যত্বের পতন হবে।

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
জুয়েল ৮ম শ্রেণিতে পড়ে। সে ক্লাসে সবসময় চুপচাপ থাকে। দেখলে মনে হয় কী যেন চিন্তা করছে। ক্লাসের পড়াও ঠিকমত শেখে না। কিন্তু তার স্বপ্ন এস.এস.সি. পরীক্ষার পর একটি ভালো কলেজে ভর্তি হবে।

৪. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধ অনুযায়ী জুয়েলের আচরণ হচ্ছে–
ক পুষ্পহীন সৌরভ খ সৌরভহীন পুষ্প
গ বদ খেয়াল ঘ লা-পরওয়া
ক
[তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-7]
▶▶ তথ্য-ব্যাখ্যা : 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ভাব জিনিসটাকে পুষ্পহীন সৌরভ বলেছেন, কেননা এটি একটি অবাস্তব উচ্ছ্বাস মাত্র। এ দিকটি উদ্দীপকের জুয়েলের আচরণে ফুটে উঠেছে।

৫. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধ অনুযায়ী জুয়েলের উচিত–
i. ভাব ও কাজের সমন্বয় করা
ii. ভাবের উচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করা
iii. বাস্তবধর্মী কাজে তৎপর হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
[তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-10]

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ০১ তুমি স্বপ্নে রাজা হতে পার, কোটি কোটি টাকা, বাড়ি-গাড়ির মালিক হতে পার। কল্পলোকের সুন্দর গল্পও হতে পার, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন এক জগৎ। এখানে বড় হতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। শিক্ষার দ্বারা নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে সঠিক কর্মানুশীলনের মাধ্যমে বড় হতে হবে। সুতরাং কল্পনার জগতে হাবু-ডুবু না খেয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

ক. যিনি ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জনসাধারণকে নাচাবেন তাকে কেমন হতে হবে? ১
খ. লেখক 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের যে দিকটি নির্দেশ করে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'কল্পনার জগতে হাবু-ডুবু না খেয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক'– মন্তব্যটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৬

ক • যিনি ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জনসাধারণকে নাচাবেন তাঁকে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হতে হবে।

খ • মানুষের মুক্তি ও উন্নতি সাধনের জন্য লেখক 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন।

• একটি দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধনে তরুণরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের মুক্তি, উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে তরুণরাই ভরসার স্থল। যুগে যুগে এদেশের যত অর্জন হয়েছে সেগুলো তাদের তারুণ্যের, চেতনার পথ ধরেই হয়েছে। তারা আত্মসচেতন হলে সমস্ত অন্যায়, অবিচার, নীচতা-হীনতা দূর হয়, সত্য-সুন্দর ও ন্যায়ের পথ সুগম হয়। এর জন্য অবশ্য প্রয়োজন হয় আত্মার শক্তি। এসব কারণে লেখক তরুণদের মধ্যে স্পিরিট বা আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন।

গ • উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ভাবের দাসত্ব না করে 'ভাব'কে কাজের দাসরূপে নিয়োগ করার দিকটি নির্দেশ করে।

• পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। পরিশ্রম না করে কেউ উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারে না। বাঙালির অনগ্রসরতার মূলে রয়েছে তাদের শ্রমবিমুখতা। তারা ভাবের দাসত্বে চেতনাহীন। কাজের সঙ্গে তাদের ভাবের সমন্বয় ঘটে না।

• উদ্দীপকে ভাবকল্পনা এবং কর্মের বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে শুধু ভাব দিয়ে যে উন্নতি সম্ভব নয় সেই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমে নিজের সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে কর্মানুশীলনের মাধ্যমে নিজের, দেশ ও জাতির কল্যাণের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়টি আলোচ্য 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোচিত বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সেখানে লেখক 'ভাব' ও 'কাজ'

এ দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেশ ও জাতির মুক্তি ও উন্নতির কথা বলেছেন। লেখক বলেছেন, "ভাব'কে কার্যের দাসরূপে নিয়োগ করিতে না পারিলে ভাবের কোনো সার্থকতাই থাকে না।" উদ্দীপকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

ঘ • "কল্পনার জগতে হাবু-ডুবু না খেয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক"— মন্তব্যটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে যথার্থ।

• বাঙালি শ্রমবিমুখ বলে পৃথিবীর বহু জাতি থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। তাদের মনে ভাবকল্পনার শেষ নেই। আর সেই কারণেই জীবনের অশেষ কাজ পেছনে পড়ে থাকে। যা তাদের জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

• উদ্দীপকে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে প্রতিফলিত ভাবের দাসত্ব না করে কাজে অগ্রসর হয়ে 'ভাব'কে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। শুধু স্বপ্ন ও কল্পনায় বিভোর থাকলে জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয়। ভাবকে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে না পারলে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে শুধু ভাব দিয়ে যে কিছুই অর্জন করা যায় না সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দরকার হয়। ভাবের মাধ্যমে মানুষকে জাগিয়ে তোলা যায়, কিন্তু যথাযথ পরিকল্পনা ও কাজের স্পৃহা ছাড়া যেকোনো ভালো উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসে উদ্‌বেলিত না হয়ে, ভাবের সঙ্গে পরিকল্পিত কর্মশক্তি ও বাস্তব উদ্যোগের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ভাব বিষয়টি মূলত আবেগনির্ভর। তাই শুধু ভাব বা আবেগ দিয়ে কাজ সম্পাদিত হয় না। কাজের জন্য এর যথার্থ প্রয়োগ আবশ্যক। কাজেই সার্বিক মুক্তি, উন্নতি ও কল্যাণের জন্য ভাব-কল্পনার সঙ্গে কাজের সমন্বয় সাধন করতে হয়। এসব দিক বিচার করে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — টপিকের ধারায় প্রণীত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

মূলপাঠ ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 7

১. ভাবকে রূপ দেয় কে? [রা. বো. '১৮]
ক ইচ্ছা খ শক্তি
গ গ কাজ ঘ সাহস

২. ভাবকে কাজে রূপান্তরিত করতে না পারলে ভাবাবেশ কীসের মতো উবে যায়? [কু. বো. '১৮]
ক খড় খ কর্পূর
খ গ স্পিরিট ঘ ধুলো

৩. মহৎ কিছু করার জন্য কী প্রয়োজন? [চ. বো. '১৮]
ক ভাব খ উদ্যোগ ও ভাব
ঘ গ কাজ ঘ ভাব ও কাজ

৪. আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করাকে কী বলে? [ব. বো. '১৮]
ঘ ক নিন্দা খ ক্ষয় গ লয় ঘ মহাপাপ

৫. 'ভাব ও কাজ' রচনায় লেখক ভাবকে কার দাস করতে বলেছেন? [দি. বো. '১৮]
ক কার্যের খ আত্মার
ক গ কল্যাণের ঘ স্বার্থের

৬. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক দেশের উন্নতি ও মুক্তির জন্য কোনটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন? [ঢা. বো. '১৭]
ক ভাবকে খ পরিকল্পনাকে
ঘ গ উদ্যোগকে ঘ কাজকে

৭. কাজী নজরুল ইসলাম ভাবকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন কেন? [য. বো. '১৭]
ক নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য খ মানুষের কল্যাণের জন্য
ঘ গ ভাববাদী হওয়ার জন্য ঘ বস্তুবাদী হওয়ার জন্য

৮. কী দিয়ে লোককে মাতিয়ে তুলতে হবে? [সি. বো. '১৭]
খ ক চিন্তা খ ভাব গ কাজ ঘ স্পিরিট

৯. সাময়িক উত্তেজনার মুখে ত্যাগের অভিনয় করতে গিয়ে কাকে বিশ্রীভাবে মুখ ভ্যাঙচানো হয়? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক স্পিরিটকে খ ভাবকে
ক গ কাজকে ঘ ব্যক্তিকে

১০. "কাজ জিনিসটাই ভাবকে রূপ দেয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে বস্তু জগতের"— কথাটির তাৎপর্য কী? [মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক ভাবের সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক নাই
খ কাজ হলো দৃষ্টিগ্রাহ্য
গ কর্মের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক বিদ্যমান
ঘ ঘ ভাব ও বস্তু পরস্পর নির্ভরশীল

১১. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক কোনটিকে মহাপাপ বলেছেন? [রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক স্পিরিট নষ্ট করা
খ মহাত্মাগান্ধীর আদর্শ না মানা
গ ভাবে অতিমাত্রায় বিহ্বল থাকা
ক ঘ নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি না হওয়া

১২. কর্মে শক্তি আনার জন্য নিচের কোনটি প্রয়োজন? [জয়পুরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ভাব-সাধনা
খ ভাবের দাস হওয়া
গ ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হওয়া
ক ঘ বন্ধনমুক্ত হওয়া

১৩. ভাবের দাস হলে আমাদের কোনটি অবশ্যম্ভাবী? [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল; নওগাঁ জিলা স্কুল; বীণাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]
ক ধ্বংস খ অমর্যাদা
ঘ গ ব্যর্থতা ঘ পতন

১৪. কাজী নজরুল ইসলামের মতে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগী যুবকগণ কীসের মতো আচরণ করেছিল? [ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা]
ক যোদ্ধার মতো খ স্বার্থপরের মতো
গ গ কাপুরুষের মতো ঘ মহাপুরুষের মতো

১৫. কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের দেশকে কোন নামে বিশেষায়িত করেছেন? [তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক কাজ-পাগলা খ খেলা পাগলা
গ গ ভাব পাগলা ঘ সাহিত্য পাগলা

১৬. 'ভাব ও কাজ'— এ জিনিস দুটোর মধ্যে তফাত কেমন?
ক আসমান-জমিন খ রাত-দিন
ক গ আলো-ছায়া ঘ সাদা-কালো

১৭. লেখকের মতে নিচের কোনটি পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো?
ক কাজ খ ভাব
খ গ শিক্ষা ঘ কথা

১৮. কোনটি অবাস্তব উচ্ছ্বাস মাত্র?
ক কাজ খ ভাব
খ গ দেশপ্রেম ঘ আত্মশক্তি

১৯. লেখকের মতে কোনটি একটা মস্ত বদ-খেয়াল?
ক শুধু কথায় মাতানো খ শুধু কাজে ব্যস্ত
ক গ শুধু ব্যথায় আচ্ছন্ন ঘ শুধু শোকে ম্রিয়মাণ

২০. 'ভাব'-কে কাজের দাসরূপে নিয়োগ না করতে পারলে ভাব কী হারায়?
ক সফলতা খ সার্থকতা
গ যোগ্যতা ঘ সবকিছু
গ

২১. ভাব জাগিয়ে তখনই কাজ সম্পন্ন না করলে ভাবাবেশ কী হয়?
ক কর্পূরের মতো উড়ে যায় খ বাষ্পের মতো মিলিয়ে যায়
গ তুলার মতো উড়ে যায় ঘ জলের মতো মিলিয়ে যায়
ক

২২. ভাবের বাঁশি যিনি বাজাবেন তিনি কেমন হবেন?
ক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী খ নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি
গ ভাববাদী দর্শনে পন্ডিত ঘ ভাবের আবেশে ব্যাকুল
খ

২৩. কে জনসাধারণকে নাচাবেন?
ক ভাবের বাঁশিবাদক খ জনসাধারণের নেতা
গ ঢোলবাদক ঘ ভাবের ঘরের মানুষ
ক

২৪. 'ভাব' জাগানোর মূল উদ্দেশ্য কী?
ক পদোন্নতি খ চাকরি লাভ
গ মানব কল্যাণ ঘ আত্মপ্রসার
গ

২৫. মহত্তর উদ্দেশ্য ও কল্যাণ কামনায় কী বহাতে হবে?
ক ভাবের স্রোত খ ভাবের বন্যা
গ ভাবের উচ্ছ্বাস ঘ ভাব
খ

২৬. লোকের কোথায় আঘাত করা পাপ?
ক কোমল অনুভূতিতে খ মাথায়
গ হাতে ঘ পায়ে
ক

২৭. ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে ভাঙাতে হয় কার ঘুম?
ক লেখকের খ কুম্ভকর্ণের
গ ঋষি-মুনির ঘ অলস ব্যক্তির
খ

২৮. সাময়িক উত্তেজনার মুখে ত্যাগের অভিনয় করতে গিয়ে কাকে বিশ্রীভাবে মুখ ভ্যাঙচানো হয়?
ক স্পিরিটকে খ ভাবকে
গ কাজকে ঘ ব্যক্তিকে
ক

২৯. ভাবের চোটে বুঝে না বুঝে আমরা কী করি?
ক আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করি খ আত্মার পবিত্রতা নষ্ট করি
গ আত্মার শক্তিকে অনুভব করি ঘ আত্মাবিষ্কার করি
খ

৩০. লেখকের মতে কোনটি শত্রুতা?
ক স্পিরিট-এর কুব্যবহার খ স্পিরিট-এর সুব্যবহার
গ স্পিরিটকে কাজে লাগানো ঘ স্পিরিটকে অবলম্বন করা
ক

৩১. আমাদের আশা-ভরসাস্থল কারা?
ক দেশকর্মীরা খ যুবকগণ
গ কলেজ ছাত্র ঘ সাপুড়ে
খ

৩২. লেখক ভাবের সুরা পান করে কী করতে নিষেধ করেছেন?
ক স্মৃতি হারাতে খ সম্পদ হারাতে
গ জ্ঞান হারাতে ঘ ঠিকানা হারাতে
গ

৩৩. ভাবাবেগে কাণ্ডজ্ঞান হারালে কীসের পতন?
ক মনুষ্যত্বের খ কাজের
গ ভাবের ঘ দেশকর্মীদের
ক

৩৪. প্রবন্ধ অনুসারে কর্মে শক্তি আনার জন্য কী করতে হবে?
ক পরিমিত আহার্য ভোজন খ নিয়মিত শরীরচর্চা
গ ভাব-সাধনা ঘ ধর্মভাব জাগ্রত করা
গ

৩৫. "আর ভাবের ঘরে চুরি করিও না"– এটি কার কথা?
ক ভাবুকের খ মহাজ্ঞানীর
গ শিক্ষকের ঘ লেখকের
ঘ

৩৬. আগে বিবেচনা না করে কাজে নামলে কী হয়?
ক ভাব নষ্ট হয় খ উৎসাহ নষ্ট হয়
গ চিন্তা নষ্ট হয় ঘ আশা ভঙ্গ হয়
খ

৩৭. অন্যের প্ররোচনায় কোনটি নষ্ট করার অধিকার আমাদের নেই?
ক আত্মার শক্তি খ আত্মা
গ শরীর ঘ সম্পদ
ক

শব্দার্থ ও টীকা ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 9

Bangla 1st Paper

৩৮. কে এক-নাগাড়ে ছয় মাস ঘুমাত? [গ. বো. '১৯]
ক রাবণ খ কুম্ভকর্ণ
গ রাম ঘ লক্ষ্মণ
খ

৩৯. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে 'দশচক্রে ভগবান ভূত'– এই প্রবাদ বাক্যের 'দশচক্র' প্রতীকটি কাদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে? [য. বো. '১৮]
ক অসাধু কর্মী খ কর্মবিমুখ মানুষ
গ কাপুরুষ ঘ হঠকারী
ক

৪০. 'মশগুল' অর্থ কী? [কু. বো. '১৭]
ক মগ্ন খ ভূপৃষ্ঠ
গ প্রতিজ্ঞা ঘ মুনি
ক

৪১. যারা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা ছাড়াই কাজ করে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে তাদের কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক কুম্ভকর্ণ খ উদ্‌মো ষাঁড়
গ ত্যাগী ঋষি ঘ পুষ্পহীন সৌরভ
খ

৪২. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে 'দাদ' শব্দের অর্থ কী?
ক প্রতিশোধ খ প্রভাব
গ পরনিন্দা ঘ পরিমাণ
ক

৪৩. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে 'স্পিরিট' হলো আত্মার– [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর]
ক উদ্দীপনা খ উৎসাহ
গ পবিত্রতা ঘ মুক্তি
গ

৪৪. 'অনর্থক' শব্দের প্রতিশব্দ নয় কোনটি? [মোমেনা আলী বিজ্ঞান স্কুল, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ]
ক ব্যর্থ খ নিষ্ফল
গ অকারণ ঘ অন্যথা
ঘ

৪৫. 'উদ্‌মো ষাঁড়' বলতে কী বোঝায়? [বীণাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ; রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক শীর্ণ-ষাঁড় খ বন্ধনমুক্ত ষাঁড়
গ বন্ধনযুক্ত ষাঁড় ঘ শক্তিশালী ষাঁড়
খ

৪৬. 'কব্জায়' অর্থ কী?
ক আয়ত্তে, অধিকারে খ সীমার বাইরে
গ দূরত্বে ঘ অধিকারের বাইরে
ক

৪৭. কর্পূর কী দিয়ে তৈরি হয়?
ক পারদ দিয়ে খ বৃক্ষের রস দিয়ে
গ লবণ দিয়ে ঘ শেওলা দিয়ে
খ

৪৮. বাতাসের সংস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কোনটি?
ক কাচ খ কর্পূর
গ চিনি ঘ পানি
খ

৪৯. 'বানভাসি' কথাটির অর্থ প্রকাশ করে নিচের কোনটি?
ক বন্যায় ভাসানো খ জলে ভাসানো
গ সমুদ্রের জলে ভাসা ঘ পুকুরের জলে ভাসানো
ক

৫০. রামায়ণে বর্ণিত রাবণের ছোট ভাইয়ের নাম কী?
ক মেঘনাদ খ কুম্ভকর্ণ
গ রাম ঘ লক্ষ্মণ
খ

৫১. 'আসমান' এবং নিচের কোন শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে?
ক আকাশি রং খ বাতাস
গ আকাশ ঘ সাগর
গ

৫২. 'জমিন' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি?
ক জমি খ মাটি
গ ভূ-পৃষ্ঠ ঘ ছাড়া পাওয়া
ঘ

৫৩. 'ঋষি' শব্দের অর্থ নয় কোনটি?
ক শাস্ত্র খ শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী
গ মুনি ঘ যোগী
ক

৫৪. নিচের কোনটি 'হুজুগ' শব্দের অর্থ নয়?
ক সাময়িক আক্রমণ খ সাময়িক আন্দোলন
ক গ জনরব ঘ গুজব

৫৫. 'দস্তুরমতো' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?
ক রীতিমতো খ দরদাম
ক গ যথেষ্ট ঘ নিতান্ত

৫৬. 'প্ররোচনা' অর্থ কী?
ক প্রহার করা খ উন্মত্ত করা
গ গ উসকানি ঘ উদ্বেগ

৫৭. 'পুয়াল' শব্দের অর্থ কোনটি?
ক ফুল খ খড়
খ গ বাঁশ ঘ পুঁইশাক

৫৮. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে 'কল্যকার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কোন অর্থে?
ক ঝগড়াটে খ ভবিষ্যৎ
ঘ গ পরবর্তী দিন ঘ পূর্বের দিন

৫৯. 'লা-পরোয়া' অর্থ কোনটি?
ক গ্রাহ্য করা খ গ্রাহ্য না করা
খ গ পরোয়া করা ঘ লাল পেয়ারা

৬০. স্পিরিট (Spirit) শব্দের অর্থ নয় কোনটি?
ক উৎসাহ খ শক্তি
ঘ গ উদ্দীপনা ঘ ঠান্ডা পানীয়

পাঠের উদ্দেশ্য ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 10

৬১. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধটি নেওয়া হয়েছে কোন গ্রন্থ থেকে?
ক রুদ্র-মঙ্গল খ যুগবাণী
খ গ আলেয়া ঘ মধুমালা

৬২. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধটি পাঠের উদ্দেশ্য কী?
ক মহৎ কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করা খ ভাব সম্পর্কে ধারণা দান
ক গ ভাবের ঘর তৈরি করা ঘ ভাবে মজানো

৬৩. শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসে কী হওয়া উচিত নয়?
ক বিরাগ খ গতিশীল
গ গ উদ্বেল ঘ উদ্যোগ

পাঠ-পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 10

৬৪. 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে—
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।'
—উদ্দীপকের ভাবটি কোনটির ভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [কু. বো. '১৯]
ক পড়ে পাওয়া খ তৈলচিত্রের ভূত
গ গ ভাব ও কাজ ঘ সুখী মানুষ

৬৫. কোন দুটির মধ্যে পার্থক্য অনেক?
ক দায়িত্ব ও কর্তব্য খ ভাব ও কাজ
খ গ আশা ও ভরসা ঘ হাট ও বাজার

৬৬. মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কোনটির গুরুত্ব অপরিসীম?
ক ভাব খ কাজ
ক গ কর্মপন্থা ঘ টাকা-পয়সা

৬৭. যেকোনো ভালো উদ্যোগ কীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে?
ক সাহসের অভাবে খ কাজের স্পৃহা ছাড়া
খ গ মূলধন ছাড়া ঘ জনবল ছাড়া

৬৮. দেশের উন্নতি ও মুক্তির জন্য লেখক কোনটির ওপর জোর দিতে বলেছেন?
ক বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হওয়ার
খ অর্থ-সম্পদের ওপর
গ অন্যের পরামর্শের ওপর
ক ঘ শিক্ষার ওপর

লেখক-পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 10

৬৯. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মসাল?
ক ১৮৬১ সাল গ ১৮৮৫ সাল
ঘ গ ১৮৮০ সাল ঘ ১৮৯৯ সাল

৭০. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা নয়?
[বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]
ক মুক্তির উপায় খ ঝিলিমিলি
ক গ আলেয়া ঘ মধুমালা

৭১. ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে মোতাবেক বাংলা তারিখ কোনটি?
ক ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ১২ই জ্যৈষ্ঠ
খ ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ
গ ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ
খ ঘ ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১লা আষাঢ়

৭২. 'শিউলিমালা' কোন ধরনের রচনা? [ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা]
ক উপন্যাস খ কাব্যগ্রন্থ
ঘ গ প্রবন্ধগ্রন্থ ঘ গল্পগ্রন্থ

৭৩. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায়?
[ময়মনসিংহ জিলা স্কুল; নওগাঁ জিলা স্কুল]
ক বিজলী খ ধূমকেতু
ক গ লাঙল ঘ সর্বহারা

৭৪. কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর লেখনী ধারণ করেন—
[জয়পুরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিরুদ্ধে
খ পরাধীনতা ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে
গ সাম্প্রদায়িক চেতনার বিরুদ্ধে
গ ঘ শোষণ ও বঞ্চনার স্বপক্ষে

৭৫. কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম কোন জেলায়?
ক আসাম খ ঢাকা
ঘ গ কলকাতা ঘ বর্ধমানে

৭৬. কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে—
ক বাংলা-উর্দু শব্দের ব্যবহার
খ ইংরেজি ও বাংলা শব্দের ব্যবহার
গ বাংলা-হিন্দি শব্দের ব্যবহার
ঘ ঘ আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার

৭৭. কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে যোগ দেন—
ক দশম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে
খ লেখাপড়া শেষ করে
গ অষ্টম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে
ক ঘ মক্তবের শিক্ষক থাকাকালে

৭৮. বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয় কত সালে?
ক ১৯১৯ সালে খ ১৯১৮ সালে
ক গ ১৯২০ সালে ঘ ১৯২১ সালে

৭৯. কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যচর্চা শুরু করেন—
ক কলকাতায় ফিরে এসে খ যুদ্ধে যাওয়ার আগে
ক গ ঢাকায় ফিরে এসে ঘ মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে এসে

৮০. কাজী নজরুল ইসলাম কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
ক পুরুলিয়া খ চুরুলিয়া
খ গ দেবানন্দপুর ঘ মুরারিপুর

৮১. সাহিত্যচর্চার শুরুতেই কাজী নজরুল ইসলামের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে যে কারণে তা হলো—
ক 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রকাশ
খ 'শিকল ভাঙার গান' প্রকাশ
গ 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের প্রকাশ
ক ঘ 'খেয়াপারের তরণী' কবিতা প্রকাশ

৮২. কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার মূল সুর–
ক পরাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
খ মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
গ মানুষের রিপুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
ক ঘ আত্মশুদ্ধির জন্য বিদ্রোহ

৮৩. কাজী নজরুল ইসলামকে 'বিদ্রোহী কবি' বলার মূল কারণ হচ্ছে–
ক তিনি সাহসী ছিলেন
খ অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ
গ তিনি কখনো প্রতিবাদ করেননি
খ ঘ সাধারণভাবে প্রতিবাদ

৮৪. কাজী নজরুল ইসলামের রচনাবলি কীসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত?
ক অসাম্প্রদায়িক চেতনা খ নন্দন শিল্পের চেতনা
ক গ সৌন্দর্য চেতনা ঘ কাব্যবোধের চেতনা

৮৫. কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর বয়সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন?
ক ৪৩ বছর খ ৪৪ বছর
ক গ ৪২ বছর ঘ ৪৫ বছর

৮৬. কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকায় আনা হয় কত সালে?
ক ১৯৭২ সালে খ ১৯৭৩ সালে
ক গ ১৯৭৪ সালে ঘ ১৯৭৫ সালে

৮৭. কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য সাধনায় ছেদ ঘটে কেন?
ক জেলে থাকার কারণে
খ কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে
গ লাইব্রেরি না থাকার কারণে
খ ঘ নিজস্ব গবেষণাগার না থাকার কারণে

৮৮. কাজী নজরুল ইসলামকে ডি.লিট. উপাধি দেয়–
ক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
গ গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৮৯. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে ডি.লিট. উপাধি লাভ করেন?
ক ১৯৭৩ সালে খ ১৯৭৪ সালে
খ গ ১৯৭৫ সালে ঘ ১৯৭৬ সালে

৯০. 'সাম্যবাদী' কী ধরনের গ্রন্থ?
ক কাব্যগ্রন্থ খ গল্পগ্রন্থ
ক গ উপন্যাস ঘ প্রবন্ধগ্রন্থ

৯১. 'ঝিলিমিলি', 'আলেয়া', 'মধুমালা' প্রভৃতি কী ধরনের রচনা?
ক উপন্যাস খ গল্প
গ গ নাটক ঘ কবিতা

৯২. কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস নিচের কোনটি?
ক ব্যথার দান খ মৃত্যুক্ষুধা
খ গ চক্রবাক ঘ সর্বহারা

৯৩. কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
ক চট্টগ্রামে খ কলকাতায়
ঘ গ কুমিল্লায় ঘ ঢাকায়

৯৪. কাজী নজরুল ইসলাম কবে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ২০ আগস্ট ১৯৭৭ খ্রি. খ ২৮ আগস্ট ১৯৭৬ খ্রি.
গ গ ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ খ্রি. ঘ ২৯ আগস্ট ১৯৯৫ খ্রি.

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৯৫. 'স্পিরিট' শব্দের অর্থ– [চ. বো. '১৭]
i. আত্মার শক্তি
ii. উদ্দীপনা
iii. উৎসাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৬. ভাব জিনিসটা– [গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ময়মনসিংহ]
i. মানসিক প্রেরণা
ii. কাজের প্রাথমিক অবস্থা
iii. কল্পনার বাস্তব রূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৭. 'ভাব ও কাজ' রচনায় লেখক কার্যসিদ্ধি করতে বলেছেন–
[বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. মহৎ উদ্দেশ্যে
ii. মানবকল্যাণে
iii. আত্মস্বার্থে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৮. 'দশচক্রে ভগবান ভূত' এ প্রবাদ অনুসারে কাজী নজরুল ইসলামের মতে দুর্ভাগ্যের শিকার হবে–[মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর]
i. দেশকর্মী
ii. ত্যাগী ব্যক্তি
iii. সত্যবাদী
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৯. কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ হলো–
i. অগ্নি-বীণা
ii. বিষের বাঁশী
iii. চক্রবাক
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০০. 'দস্তুরমতো' কথাটির মানে দাঁড়ায়–
i. রীতিমতো
ii. যথেষ্ট
iii. নিতান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১০১. 'বদখেয়াল' মানে হলো–
i. খারাপ চিন্তা
ii. খারাপ আচরণ
iii. খারাপ লোক
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১০২. 'দশচক্রে ভগবান ভূত'-এর অর্থ প্রকাশ করে–
i. দশজনের চক্রান্তে সাধুও অসাধু প্রতিপন্ন হতে পারে
ii. দশটি ভূতের আড্ডা
iii. খারাপ লোক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

১০৩. কোনো কাজে সফলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন–
i. সঠিক উদ্যোগ
ii. যথাযথ পরিকল্পনা
iii. কাজের স্পৃহা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৪. 'কাণ্ডাকাণ্ড' শব্দটি যে অর্থ প্রকাশ করে–
i. ন্যায়-অন্যায়
ii. ঘটনাপ্রবাহ
iii. ভালো-মন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকটি পড়ে ১০৫ ও ১০৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাতের বেলা এস, এম, এসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেয় যে, আগামীকাল সকাল ১০.০০ টায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে দেখল যে, কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা গ্রহণের কোনো উদ্যোগ নেই। [রা. বো. '১৯]

১০৫. বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কাদের প্রতিনিধিত্ব করে?
ক ভাবের বাঁশিবাদক খ নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি
গ দম্ভুরমত সাপুড়ে ঘ ঘুমকাতর কুম্ভকর্ণ
গ

১০৬. উদ্দীপকের আলোকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভাব ছিল—
i. ভাবের সঙ্গে পরিকল্পিত কর্মশক্তির
ii. বাস্তব উদ্যোগের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতার
iii. মহৎ কাজে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা প্রদানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii
খ

উদ্দীপকটি পড়ে ১০৭ ও ১০৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
নরহরি সব সময় চিন্তায় মগ্ন থাকে। তার মতো যারা অকারণে সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করে, তাদের দিয়ে বাস্তবে কোনো কাজই হয় না। তবে কোনো সময়ই কোনো কাজ নিয়ে চিন্তা করব না, এমনটাও ঠিক নয়। [ম. বো. '১৯]

১০৭. উদ্দীপকের বক্তব্যটি তোমার পাঠ্য কোন রচনায় বিদ্যমান?
ক সুখী মানুষ খ ভাব ও কাজ
গ তৈলচিত্রের ভূত ঘ অতিথির স্মৃতি
খ

১০৮. উক্ত রচনায় উল্লিখিত লেখকের যে পরামর্শ প্রতিফলিত তা হলো—
i. ভাব ও কাজ সমন্বয় করা
ii. ভাবের উচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করা
iii. বাস্তবধর্মী কাজে তৎপর হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

উদ্দীপকটি পড়ে ১০৯ ও ১১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
এস. কে. এস. ফাউন্ডেশনের কর্ণধার রাসেল আহমেদ লিটন ১৯৮৭ সালে কিছু অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নিমিত্তে এই ক্লাব গঠন করেন। তিনি অসহায় মানুষদের দ্বারে দ্বারে তাদের সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। তার আহ্বানে সাড়া দিলে তিনি এসব মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ শুরু করেন। বর্তমানে হাজার হাজার পরিবার এর সুফল ভোগ করছে। [ঢা. বো. '১৮]

১০৯. উদ্দীপকের রাসেল আহমেদ লিটনের কাজ 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোনটির সাথে সম্পর্কযুক্ত?
ক একটা সাময়িক উত্তেজনার মুখে ত্যাগের অভিনয় করেছেন
খ তিনি মানুষের ভাবের ঘরে চুরি করেছেন
গ লোককে শুধু কথায় মাতিয়ে মশগুল করেছেন
ঘ মানুষের স্পিরিটটাকে মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করেছেন
ঘ

১১০. উদ্দীপকের লিটন সাহেবের কাজের মূল উদ্দেশ্য—
i. দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মুক্তি
ii. মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধন
iii. ভাব ও বাস্তবধর্মী কর্মতৎপরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

উদ্দীপকটি পড়ে ১১১ ও ১১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
এতিম মিতুন অসৎ সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে একটি দোকান চুরিতে জড়িয়ে পড়ে এবং পুলিশের অভিযানে হাতেনাতে ধরা পড়ে। অবশেষে সে নিজের ভুল বুঝতে পারে। [রা. বো. '১৭]

১১১. 'ভাব ও কাজ' রচনার আলোকে মিতুনের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
ক জীবন শক্তির মূল্যায়ন হয়েছে
খ ভাবের দাসে পরিণত হয়েছে
গ নিজের ভাব দাসে পরিণত হয়েছে
ঘ কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙিয়াছে
খ

১১২. মিতুনের জীবন উন্নতিকল্পে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের উল্লিখিত লেখকের পরামর্শ হলো—
i. ভালোভাবে চোখ খুলে দেখ
ii. সুরা পান করে জ্ঞান হারাইও না
iii. আত্মার শক্তি জাগিয়ে তোল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

উদ্দীপকটি পড়ে ১১৩ ও ১১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
শ্রমিক নেতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজারো শ্রমিক মাঠে নেমে এলো। অপেক্ষা করছে নেতার নির্দেশের। কিন্তু নেতা মালিক পক্ষের সাথে গোপন আঁতাত করেন। শ্রমিকদেরকে আন্দোলন স্থগিতের নির্দেশ দেন। ক্ষুব্ধ জনতা বিষয়টি আঁচ করতে পেরে মুহূর্তে ফুঁসে ওঠে। সবকিছু নেতার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। [ব. বো. '১৭]

১১৩. উদ্দীপকের নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণ হলো—
ক ভাব দিয়ে লোককে মাতাতে না পারা
খ ভাবাদেশ কর্পূরের মতো উড়ে যাওয়া
গ গরম গরম কার্যসিদ্ধি করিয়ে না লওয়া
ঘ উৎসাহ ও প্রাণ কাদাঢাকা পড়া
খ

১১৪. এরূপ নেতৃত্বকে বলা যায়—
i. অনুপযুক্ত নেতৃত্ব ii. স্বার্থবাদী নেতৃত্ব
iii. কৌশলী নেতৃত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

উদ্দীপকটি পড়ে ১১৫ ও ১১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
মৌমাছি, মৌমাছি/ কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই/ ঐ ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে/ দাঁড়াবার সময় তো নাই।
[মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

১১৫. উদ্দীপকের মূল ভাবনার সাথে নিচের কোন রচনাটির সামঞ্জস্য রয়েছে?
ক সুখী মানুষ খ ভাব ও কাজ
গ অতিথির স্মৃতি ঘ আমাদের লোকশিল্প
খ

১১৬. উক্ত রচনায় লেখক যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো—
i. কর্মহীন ভাবনা দেশ ও সমাজ উন্নয়নের অন্তরায়
ii. জীবনসচেতন প্রাণী কর্ম ছাড়া চলতে পারে না
iii. সৎ পথ ও সৎ উপার্জন সুখী মানুষের মূল চালিকাশক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

উদ্দীপকটি পড়ে ১১৭ ও ১১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
ইউরোপের জ্ঞানগুরু প্লেটো। মিশর ভ্রমণকালে মাথায় তেল বেচে রাস্তা-খরচ জোগাড় করতেন। যে কুঁড়ে, আলসে, সুদখোর ও চোর সেই হীন। ব্যাবসা বা ছোট স্বাধীন কাজে মানুষ হীন হয় না— হীন হয় মিথ্যা, চতুরতা ও প্রবঞ্চনায়।

১১৭. উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে নির্দেশ করেছে?
ক শুধু ভাব খ শুধু কাজ
গ ভাব ও কাজের সমন্বয় ঘ অলসতা
গ

১১৮. "ব্যাবসা বা ছোট স্বাধীন কাজে মানুষ হীন হয় না— হীন হয় মিথ্যা, চতুরতা ও প্রবঞ্চনায়"— এই বাক্যটিতে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের যে বিষয় ধরা পড়েছে তা হলো—
i. ভাব ও কাজের পার্থক্য
ii. ত্যাগের অভিনয় করে স্পিরিটকে বিশ্রীভাবে উপস্থাপন
iii. নিজের বুদ্ধি, নিজের কর্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii
গ

গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — শিখনফলের ধারায় প্রণীত

প্রশ্ন ০১ বিষয় : ভাব ও কাজের সমন্বয় সাধন করে উন্নতি করা।

শ্রম অনুপাতে হয় উন্নতি সাধন,
যে চায় উন্নতি, করে রাত্রি জাগরণ।
যে জন মুকুতা চায়, ডুবে সিন্ধুজলে,
তবে তো রতন লাভ ভাগ্য তার ফলে।
রতন যতন বিনা চাহে যেই জন,
অসম্ভব আশা তার বিফল জীবন। [তথ্যসূত্র : উন্নতি– ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্]

ক. দেয়াল ভাঙতে হলে কোথায় শাবল মারতে হবে? ১
খ. "সামনের দেওয়ালকে ভাঙিতে হইলে একেবারে তাহার ভিত্তিমূলে শাবল মারিতে হইবে।"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।"– মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১

ক • দেয়াল ভাঙতে হলে দেয়ালের ভিত্তিমূলে শাবল মারতে হবে।

খ • প্রশ্নোক্ত বাক্যটি দ্বারা লেখক মানুষের মুক্তি ও উন্নতির পথের অন্তরায়গুলো দূর করতে চাইলে অন্যায়ের ভিত্তিমূলে প্রতিবাদের শাবল মারার নির্দেশ করেছেন।

• সাধারণভাবে কোনো ভালো কাজের পক্ষে যেমন সমর্থন পাওয়া যায়, তেমনই এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া ও কার্যক্রমও লক্ষ করা যায়। সমাজের এক শ্রেণির মানুষ চেষ্টা করে যাতে কাজটা না হয়, কাজটি যাতে থেমে যায়। এতে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য নষ্ট হয়, কর্মস্পৃহা কমে যায়। আমরা লোকভয়, লোকলজ্জা এবং নানা সমস্যা-সংকট বিবেচনা করে রণে ভঙ্গ দিই। প্রকৃতপক্ষে তা করা উচিত নয়। আমাদের উচিত সর্বশক্তি নিয়ে তাঁদের হীনশক্তির মূলে আঘাত করে প্রতিবাদ করে নিজেদের অধিকার, স্বাধীনতা এবং যাবতীয় প্রাপ্য বুঝে নেওয়া। তাতেই আমাদের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

গ • উদ্দীপকে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ভাবের সঙ্গে কাজের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উন্নতি বিধানের দিকটি বর্ণিত হয়েছে।

• শুধু ভাব দিয়ে ভালো কিছু অর্জন করা যায় না। কল্যাণকর কাজ করার জন্য কর্মশক্তি ও সঠিক উদ্যোগ প্রয়োজন। ভাব ও কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে পারলে সফলতা লাভ করা যায়।

• উদ্দীপকের কবিতাংশে কঠোর পরিশ্রম করে উন্নতি সাধনের কথা বলা হয়েছে। এখানে শ্রম অনুপাতে উন্নতি করার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। যে সিন্ধুজলে ডুব দিতে পারে সে-ই মুক্তার সন্ধান লাভ করে। যে রত্ন পাওয়ার জন্য যত্ন করে না, সে রত্নের সন্ধান পায় না। তার পক্ষে জীবনে সফলতা অর্জন করা অসম্ভব। উদ্দীপকের এ দিকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ভাবের সঙ্গে কাজের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জীবনে উন্নতি করার বিষয়কে নির্দেশ করে। এ প্রবন্ধে লেখক কেবল ভাবে আচ্ছন্ন না হয়ে ভাবের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় সাধন করে জগতের কল্যাণ সাধন করতে বলেছেন। তিনি দেশের উন্নতি ও মুক্তির জন্য ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হতে বলেছেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে আলোচ্য প্রবন্ধের ভাবের সঙ্গে কাজের সমন্বয়ের দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ • "উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

• যে জাতি শ্রমবিমুখ ও অলস তাদের পক্ষে দেশের উন্নতি করা সম্ভব নয়। দেশ ও জাতির কল্যাণ ও উন্নতির জন্য শক্তি অনুসারে প্রত্যেকের কর্মে আত্মনিয়োগ করা একান্ত জরুরি।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে ভাবের মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তা কাজে প্রয়োগের দিক আলোচিত হয়েছে। লেখকের মতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। তার জন্য প্রয়োজন কর্মশক্তি ও সঠিক উদ্যোগের সুসমন্বয়। উদ্দীপকের কবিতাংশে শ্রম অনুপাতে উন্নতি সাধনের বিষয়টি এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবি এখানে উন্নতির জন্য রাত জাগা তথা কঠোর পরিশ্রমকে নির্দেশ করেছেন। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখকও মানুষকে মানবকল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করে ভাব ও কাজের সমন্বয় সাধন করতে বলেছেন।

• উদ্দীপকে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের মূলভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। উদ্দীপকের কবি যেমন যত্ন বিনা রত্ন লাভকে অসম্ভব বলেছেন, তেমনই 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক কাজ ছাড়া কেবল ভাবের প্রকাশে জীবনে সাফল্য অর্জন অসম্ভব বলে অভিহিত করেছেন। কারণ ভাব জাগিয়ে কাজে না লাগালে ওই ভাব অর্থহীন। এদিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০২ ঢাকা বোর্ড ২০১৮; কুমিল্লা বোর্ড ২০১৮

দৃশ্যকল্প-১ : আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।
মুখে হাসি বুকে বল, তেজে ভরা মন,
মানুষ হইতে হবে এই যার পণ।

দৃশ্যকল্প-২ : নন্দর ভাই কলেরায় মরে দেখিবে তারে কেবা
সকলে বলিল, যাও না নন্দ কর না ভায়ের সেবা
নন্দ বলিল, ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই
না হয় দিলাম, অভাগা দেশের হইবে কী?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার ভেবে দেখি চারদিক।

ক. কোন বিষয় বিবেচনা করে কাজে নামলে উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হবে না? ১
খ. 'দশচক্রে ভগবান ভূত'– 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখক কেন এ কথা বলেছেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প–২ 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প–১-এর আহ্বানই 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখকের আহ্বান– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক • কাজের সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার কথা আগে বিবেচনা করে কাজে নামলে উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হবে না।

খ • 'দশচক্রে ভগবান ভূত' কথাটির মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে, দশজনের চক্রান্তে সাধুও অসাধু প্রতিপন্ন হতে পারে।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক মানবজীবনে ভাব ও কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন। আমাদের সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছেন যারা সত্যিকার দেশকর্মী ও ত্যাগী। কিন্তু সমাজের অসৎ লোকদের কারণে তারা দেশের কোনো কল্যাণ কর্মে অংশগ্রহণ করেন না। এমনকি তাদের দানকে অসৎ লোকেরা নিজেদের কাজে ব্যবহার করে। যারা সত্যিকার দেশকর্মী তারা এসব অসৎ লোকের কারচুপিতে পুয়াল চাপা পড়ে। এসব অসৎ ব্যক্তি সৎ লোকদের মিথ্যাবাদী ও দোষী প্রমাণ করে দেয়। সহজ-সরল সাধারণ মানুষরা এসব বুঝতে না পেরে মহৎপ্রাণ মানুষদেরই ভুল বোঝে। বহু অসৎ লোকের ষড়যন্ত্রে সৎ অসতে পরিণত হন। এ কথাটি আলোচ্য চরণের মধ্য দিয়ে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন।

গ • 'দৃশ্যকল্প-২' 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ভাবের সঙ্গে কাজের সমন্বয়হীনতা ও কর্মবিমুখতার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে।

• পরিশ্রমের মাধ্যমেই জীবনে সফলতা আসে। তা জানা সত্ত্বেও মানুষ পরিশ্রম করতে চায় না। কাজ না করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। যারা কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে, তারা অলস ও আরামপ্রিয়। তাদের দ্বারা দেশ ও জাতির কোনোরূপ উন্নতি, অগ্রগতি এবং তাদের নিজেদের আত্মমুক্তি সম্ভব নয়।

• 'দৃশ্যকল্প-২'-এ নন্দলালের অলসতা ও কর্মবিমুখতা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে নন্দলাল দেশসেবার নামে নিজেকে কর্ম থেকে যেভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছে তা প্রকৃতপক্ষে দেশসেবার জন্য প্রস্তুতি নয়। বরং দেশকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য কর্মবিমুখতা। সে অসুস্থ ভাইয়ের সেবা পর্যন্ত করতে রাজি নয়, অথচ বলে, দেশের সেবা করবে বলে সে নিজেকে সুস্থ রাখছে। নন্দর এই যুক্তি কর্মবিমুখ, অলস ব্যক্তির অসার উক্তি। এ ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের দ্বারা কোনো কালেই কোনো দেশ ও জাতির কোনোরূপ উন্নতি সম্ভব হয়নি। উদ্দীপকের নন্দলালের বৈশিষ্ট্য 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের শুধু ভাব নিয়ে অকর্মণ্য থাকা মানুষের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। যারা কেবল ভাব দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করতে চায়, তাদের দ্বারা জগতে কোনো সাফল্য আসে না, কারণ ভাবের সঙ্গে কাজের সমন্বয় না ঘটাতে পারলে ভাবাবেশ কর্পূরের মতো উবে যায়। আর এতে করে আত্মার শক্তি নষ্ট হয়। তাই বলা যায় যে, দৃশ্যকল্প-২ আলোচ্য প্রবন্ধের ভাবের সঙ্গে কাজের সমন্বয়হীনতা ও কর্মবিমুখতার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে।

ঘ • দৃশ্যকল্প–১-এর আহ্বানই 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখকের আহ্বান।– মন্তব্যটি যথার্থ।

• কোনো দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সমন্বিত কাজের কোনো বিকল্প নেই। শুধু কথা বা ভাব দিয়ে জাগতে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তার জন্য কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দরকার হয়। তাই ভাবের দ্বারা মানুষকে জাগিয়ে তুলে যথাযথ কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে তাকে কাজে জুড়ে দিতে হয়। তা না হলে যেকোনো ভালো উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

• উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১-এর কবিতাংশে কবি তার দেশে সেই ছেলের প্রত্যাশা করেছেন, যে ছেলে কথায় বড় হতে চায় না, কর্মশক্তি দিয়ে মহৎ কাজ করে বড় হতে চায়। যার মুখে আত্মবিশ্বাসের হাসি লেগে থাকবে, আর কঠিন কাজ করার জন্য প্রচণ্ড তেজ ও বুকভরা সাহস থাকবে। উদ্দীপকের কবির সেই প্রত্যাশিত ছেলেদের 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখকও প্রত্যাশা করেছেন। উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১-এ কবি যেমন কথায় নয়, কাজে বড় হওয়া সাহসী ছেলের প্রত্যাশা করেছেন, তেমনই 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধেও লেখক ভাব ও কাজের সমন্বয় সাধনকারীদের আহ্বান করেছেন। কারণ তিনি জানেন ভাব ও কাজের সমন্বয় না ঘটলে জগতে কোনো মহৎ কাজ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ভাব ও কাজের সমন্বয়ে সাফল্যের বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। যাতে দেশের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন হয়। তাই তিনি ভাব জাগিয়ে তোলার আগে কর্মক্ষেত্র প্রস্তুতের কথা বলেছেন। কাজের মধ্যদিয়ে মানুষকে মুক্তি লাভ করতে বলেছেন। উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প–১ কবিতাংশের কবিও কথায় বড় না হয়ে কাজে বড় হওয়ার কথা বলেছেন। এদিক বিচারে বলা যায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৩ বিষয় : স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার গুরুত্ব।

স্বাধীনতা জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদ। স্বাধীন থাকার মর্যাদা ও গৌরব অতুলনীয়। স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন কাজ। বহু সংগ্রাম, বহু রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে একটি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে। মুক্তি অর্জনই স্বাধীনতার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, একে সমুন্নত রাখাই মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বাধীনতাকে রক্ষা করে তাকে ফলপ্রসূ করতে হলে জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন। কারণ এর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বনির্ভরতা অর্জিত হয়। তবে এ কাজ এত সহজ নয়। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা আরও বেশি কঠিন। কারণ তখন একদিকে থাকে পরাজিত শক্তি ও তাদের অনুচরদের জিঘাংসার মরণ কামড়, অন্যদিকে স্বাধীনতার পক্ষের অভ্যন্তরীণ রেষারেষি। এর পাশাপাশি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জন করা খুব সহজ কাজ নয়। আর এসব ক্ষেত্রে রয়েছে মানুষের নানাবিধ সমস্যা।

ক. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে উল্লিখিত 'মস্ত সত্যি' কথাটি কী? ১

খ. 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তির পবিত্রতা নষ্ট হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে পরোক্ষভাবে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাব 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের একটি বিশেষ বিষয়কে নির্দেশ করে, পুরো ভাবকে ধারণ করে না।" বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক • 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে উল্লিখিত 'মস্ত সত্যি' কথাটি হচ্ছে– "দশচক্রে ভগবান ভূত।"

খ • 'স্পিরিট' বা আত্মার পবিত্রতা নষ্ট হয় ভাবের চোটে না বুঝে না শুনে শুধু একটু নাম বা বদনামের ভয়ে কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে সরে দাঁড়ালে।

• প্রত্যেক মানুষেরই ভালো-মন্দের সুখ-দুঃখের বিবেচনাবোধ আছে। পড়ে পড়ে মার খাওয়া, পরাধীনতার গ্লানি বয়ে বেড়ানো সহ্যের শেষ সীমায় দাঁড়ানো মানুষেরও অনুভূতি আছে। সেই অনুভূতি বা ভাবকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তবে তা হুজুগে মেতে করলে হবে না। তা করতে হলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত হতে হবে। সৎ সংকল্প, মহৎ ত্যাগকে স্থায়ীরূপে বরণ করে নিতে পারলে তবেই তা সম্ভব হবে। না হলে তাতে জাতির কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণ ডেকে আনবে। কারণ স্পিরিট বা আত্মার পবিত্রতা বজায় রাখতে হলে মনুষ্যত্ব অর্জন করে ভাব ও কাজের সমন্বয় ঘটাতে হবে।

গ • উদ্দীপকে পরোক্ষভাবে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ভাব ও কাজের সমন্বয় সাধনের দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

• যেকোনো কাজের সফলতার জন্য কর্মদক্ষতা ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা না নিয়ে কোনো কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। কোনো কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হলে ওই কাজের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিকে উপযুক্ত জ্ঞানবুদ্ধি ও দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। না হলে ওই কাজের সফলতা অর্জিত হয় না।

• উদ্দীপকে স্বাধীনতা অর্জনের পর তা কীভাবে অর্থবহ করে তোলা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জন মানে পরাধীনতা থেকে মুক্তি, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন। প্রথম সংগ্রাম ছিল শত্রুর হাত থেকে দেশকে, দেশের মানুষকে উদ্ধার এবং তাদের তাড়িয়ে নিজের দেশকে নিজের করে নেওয়ার সংগ্রাম। আর দ্বিতীয় সংগ্রাম হচ্ছে– নিজের দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ও উন্নত করার জন্য কাজ করা। উদ্দীপকের এই মৌল বিষয়টি আলোচ্য 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ সেখানে শুধু ভাব বা শুধু কাজ নয়, দেশ ও জাতির কল্যাণে এ দুইয়ের সমন্বয় সাধন করার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়টি স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার দিকটিকে প্রতিফলিত করেছে।

ঘ • "উদ্দীপকের মূলভাব 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের একটি বিশেষ বিষয়কে নির্দেশ করে, পুরো ভাবকে ধারণ করে না।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

• বাঙালি কাজে মজার চেয়ে ভাবে মজে বেশি। বাঙালি আবেগের বশে বহু ক্ষেত্রেই অবশ হয়ে পড়ে। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি না করে

সে নানা সমস্যা-সংকটে পড়ে কষ্টভোগ করে। কোনো কিছু অর্জনে বাঙালি যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করে, সেই অর্জনকে ধরে রাখার বেলায় তা করে না। তারা বহু মূল্যে পাওয়া ধন অবহেলায় হারায়।

• উদ্দীপকে স্বাধীনতা অর্জন এবং এর মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বহু সংগ্রাম, রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। এর চেয়ে কঠিন কাজ স্বাধীনতাকে রক্ষা করে ফলপ্রসূ করা। কারণ জাতীয় নানা সমস্যা-সংকটের কারণে স্বাধীনতার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। জাতীয় ঐক্যের অভাবে স্বাধীনতার পূর্ণ সুখ-সুবিধা থেকে জাতি বঞ্চিত হয়। দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বনির্ভরতার প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায় না। উদ্দীপকের এই বিষয়টি পরোক্ষভাবে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য ভাব ও কাজের সমন্বয় সাধন করতে বলা হয়েছে।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ভাব ও কাজের সংজ্ঞা, একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক এ দুইয়ের ঐক্যসাধনের সুফল, এ দুইয়ের ব্যবধানের কুফল ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। ব্যক্তি থেকে সমাজ, দেশ ও জাতীয় উন্নতির ক্রমধারায় ভাবের জাগরণ কীভাবে ভূমিকা রাখে এবং কাজের সঙ্গে তার সমন্বয় সাধন না হলে তা কীভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তা তুলে ধরা হয়েছে। এগুলোর কিছু কিছু বিষয় আলোচ্য উদ্দীপকে পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু পুরো বিষয় তাতে প্রতিফলিত হয়নি। কারণ প্রবন্ধে লেখক বিভিন্ন উপমা ও উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। আলোচ্য উদ্দীপকে অনুরূপ ব্যাখ্যা নেই। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৪ বিষয় : কাজ ও মহত্ত্ব।

আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাঁহাদেরই দলে, যাঁহারা কর্মী নন ধ্যানী। যাঁহারা মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেন সেবা দিয়া, কর্ম দিয়া, তাঁহারা মহৎ যদি না-ই হন, অন্তত ক্ষুদ্র নন। ইঁহারা থাকেন শক্তির পেছনে রুধির ধারার মতো গোপন, ফুলের মাঝে মাটির মমতা-রসের মতো অলক্ষ্যে।

[তথ্যসূত্র : যৌবনের গান— কাজী নজরুল ইসলাম]

ক. বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয় কত সালে? ১
খ. ভাবাবেশকে 'কর্পূরের মতো' বলা হয়েছে কেন? ২
গ. উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিককে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "মিল থাকলেও উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের মূলভাব এক নয়।" বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ২

ক • বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে।

খ • ভাবাবেশ ক্ষণস্থায়ী বলে ভাবাবেশকে 'কর্পূরের মতো' বলা হয়েছে।

• কর্পূর হলো বৃক্ষরস থেকে তৈরি গন্ধদ্রব্য বিশেষ, যা বাতাসের সংস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। লেখকের মতে শুধু ভাবাবেশও ক্ষণস্থায়ী। তা অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এছাড়া শুধু ভাব কোনো কাজে আসে না যদি তা বাস্তবধর্মী কাজে না লাগানো যায়। অর্থাৎ ভাব জাগিয়ে যথাসময়ে কাজ না করলে তা কর্পূরের মতোই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। এই কারণে লেখক ভাবাবেশকে কর্পূরের মতো বলেছেন।

গ • উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কাজের মধ্য দিয়ে মহৎ কিছু অর্জনের দিককে নির্দেশ করেছে।

• মহৎ কিছু অর্জনে কাজের বিকল্প নেই। দ্বিধাকে দূরে সরিয়ে ভাব ও কাজের সমন্বয় সাধন করে এগিয়ে গেলেই সফলতা নিশ্চিত। জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য মানুষের মনের জাগ্রত ভাবকে কাজে রূপান্তর একান্ত প্রয়োজন।

• উদ্দীপকে কাজ এবং কাজের মাধ্যমে অর্জন করা মহত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। কাজের উদ্দেশ্য মানবজাতির কল্যাণ সাধন। যাঁরা সেবা দিয়ে, কর্ম দিয়ে মানুষের কল্যাণ সাধন করেন তাঁরাই মহৎ। অলক্ষ্যে থেকেও তারা মহৎ। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধেও কাজের মাধ্যমে মহৎ কিছু অর্জনের কথা বলা হয়েছে। মানুষের জন্য কল্যাণকর কিছু করার জন্য ভাব ও কাজের সমন্বয় একান্তভাবে প্রয়োজন। এ কারণেই লেখক দেশের উন্নতি, মুক্তি এবং মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে কাজে তৎপর হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের এই মহৎ কিছু দিককেই নির্দেশ করেছে।

ঘ • "মিল থাকলেও উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের মূলভাব এক নয়।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• কাজের ক্ষেত্রে দ্বিধা হলো বড় প্রতিবন্ধকতা। আবার আশানুরূপ ফল পেতে ভাব ও কাজের সমন্বয় প্রয়োজন। তাই কাজ না করে কোনোভাবেই যেমন কল্যাণ সাধন করা যায় না, তেমনই জগতে মহত্ত্বও অর্জিত হয় না।

• উদ্দীপকের কাজের মাধ্যমে মহত্ত্ব অর্জনের কথা বলা হয়েছে। কাজে সফলতা অর্জনের জন্য ধ্যান ও কর্মের সমন্বয় প্রয়োজন। যাঁরা পৃথিবীতে সেবা দিয়ে, কর্ম দিয়ে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন তাঁরাই মহৎ। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধেও মহৎ কিছু অর্জন করার জন্য কাজের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষের উন্নতি, মুক্তি ও কল্যাণ সাধনের জন্য ভাবের সঙ্গে কর্মের বিষয়ে তৎপর হওয়াও একান্ত প্রয়োজন।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ভাব ও কাজের সমন্বয় সাধনের কথা বলেছেন। এছাড়াও লেখক আবেগপ্রবণ বাঙালি জাতির অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কাজ ও ভাবের সমন্বয় না থাকার কারণেই বাঙালি জাতি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করতে পারে না। এজন্য লেখক ভাব দ্বারা মানুষকে জাগিয়ে তুলে, যথাযথ পরিকল্পনা ও কাজের স্পৃহার মাধ্যমে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আর উদ্দীপকে শুধু কাজ ও মহত্ত্বের বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৫ সিলেট বোর্ড ২০১৮

প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লীগ অনূর্ধ্ব-১৬ এর ফাইনাল খেলা আর কিছুক্ষণ পর শুরু হবে। জাগরণী ক্রিকেট ক্লাবের কোচ আমিনুল তার দল-বল নিয়ে মাঠে হাজির। শুধু অনুপস্থিত দলের অধিনায়ক ও ওপেনিং ব্যাটসম্যান আনিস। এদিকে খেলার সময়ও ঘনিয়ে আসছে, ওদিকে আনিসও আসছে না দেখে কোচ আমিনুল দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। খেলা শুরু হতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট। কোচের দুশ্চিন্তা ক্রমে বেড়েই চলছে। তিনি পরিকল্পনা করছেন আনিসের পরিবর্তে দলের দ্বাদশ খেলোয়াড়কে মাঠে নামাবেন। এমন সময় আনিস গায়ে প্রচন্ড জ্বর নিয়ে মাঠে হাজির হয়। তখন কোচ আমিনুল বললেন, তোমার গায়ে অনেক জ্বর! এ জ্বর নিয়ে তুমি খেলবে কী করে?

ক. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখক ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন কেন? ১
খ. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক তরুণদের দেশের প্রাণশক্তি বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোচ আমিনুলের দুশ্চিন্তার সঙ্গে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের তুলনীয় দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আনিসের কাজের সঙ্গে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখকের চাওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৪

ক • 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন দেশের উন্নতি, মুক্তি ও মানুষের কল্যাণের জন্য।

খ • যুবকরা আমাদের আশা-ভরসাস্থল বলে তাদেরকে লেখক এদেশের প্রাণশক্তি বলেছেন।

• যুগে যুগে তরুণরাই বিভিন্ন অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। ত্যাগ স্বীকার করেছে, অধিকার আদায় করেছে। এ কারণে একটি দেশের মুক্তি, উন্নতি ও জাতির কল্যাণ সাধনে তরুণরাই প্রধান ভরসাস্থল। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার ফলেই দেশের অগ্রগতি সাধিত হয়। তারাই অধিকার সচেতন করে তোলে মানুষকে স্বাধীনতার জন্য, শোষণ-শাসন থেকে মুক্তির জন্য। তারাই সত্যিকার দেশকর্মী। লেখক তাই তরুণদেরই যথাযথ কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নতি সাধনের কথা বলেছেন। এ কারণেই তিনি তাদেরকে দেশের প্রাণশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

গ • উদ্দীপকের কোচ আমিনুলের দুশ্চিন্তার সঙ্গে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের তুলনীয় দিকটি হলো ভাবে মেতে বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হতে না পারা।

• পরিশ্রমের মাধ্যমেই কাজে সফলতা আসে। সফলতার জন্য মানুষকে ভাব সাধনার মধ্য দিয়ে বাস্তবধর্মী কাজে তৎপর হতে হয়। কারণ সঠিক উদ্যোগ, কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবধর্মী কাজ ছাড়া মানুষের উন্নতি সম্ভব নয়।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের সাধনা অপরিসীম। কিন্তু শুধু ভাব দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। প্রাবন্ধিক মানুষের কল্যাণ, দেশের উন্নতি ও মুক্তির জন্য বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। অন্যদিকে উদ্দীপকে দেখা যায় জাগরণী ক্রিকেট ক্লাবের কোচ আমিনুল তার দল নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কারণ তার দলের অধিনায়ক ও ওপেনিং ব্যাটসম্যান আনিস অনুপস্থিত। এদিকে খেলার সময়ও ঘনিয়ে আসছে। ফলে তিনি বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হতে পারবেন না ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তাই বলতে পারি যে, উদ্দীপকের কোচ আমিনুলের দুশ্চিন্তার সঙ্গে আলোচ্য প্রবন্ধের তুলনীয় দিকটি হলো ভাবে মেতে বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হতে না পারা।

ঘ • উদ্দীপকের আনিসের কাজের সঙ্গে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখকের চাওয়া অনেকাংশেই যুক্তিযুক্ত।

• একটি দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধনে তরুণরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের মুক্তি, উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে তরুণরাই সামনে এগিয়ে যায়। তারাই কাজের সঙ্গে ভাবের সঠিক সমন্বয় সাধন করতে পারে।

• উদ্দীপকের আনিস একজন সত্যিকার কর্মী। সে ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ও ওপেনিং ব্যাটসম্যান। সে জানে তার দলে থাকা দলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে সে বাস্তব কর্মে তৎপর হয়েছে, জ্বরের কাছে হার মানেনি। প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে সে মাঠে হাজির হয়। সে নিজের স্পিরিট বা আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে এবং কর্মকে ধরে রেখেছে। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক এমন মানুষই প্রত্যাশা করেছেন। তাঁর মতে, ভাবকে নিজের দাসে পরিণত করতে হবে। নিজের বুদ্ধি দিয়ে কর্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। অন্যের কথায় প্ররোচিত হয়ে আত্মার শক্তি নষ্ট করা যাবে না।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখকের যে প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে তার অনেক কিছুই উদ্দীপকের আনিসের চিন্তা ও কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের আনিসের কাজের সঙ্গে আলোচ্য প্রবন্ধের লেখকের চাওয়া অনেকাংশেই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ০৬ ঢাকা বোর্ড ২০১৭

হাশেম সারাদিন নানা ধরনের কাজের শুধু পরিকল্পনাই করে, কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পারে না। আর কাশেম পরিকল্পনা কম করলেও সবটুকুকেই সে কর্মে রূপ দেয়। কাশেমের জীবনের সাফল্য হাশেমের চেয়ে অনেক বেশি।

ক. লোকের কোমল অনুভূতিতে ঘা দেওয়া কী? ১
খ. সত্যের সাধনা বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের কাশেমের বৈশিষ্ট্য 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের হাশেম আত্মার শক্তিকে নষ্ট করছে।"— 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২ ও ৪

ক • লোকের কোমল অনুভূতিতে ঘা দেওয়া পাপ।

খ • সত্যের সাধনা বলতে লেখক দেশের উন্নতি, মুক্তি ও কল্যাণের জন্য ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হওয়াকে বুঝিয়েছেন।

• 'ভাব' মানুষের জাগরণের উপকরণ। মানুষের মনকে জাগিয়ে তুলতে ভাবের প্রয়োজন। আর সেই মানুষকে তার নিজের পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের ও জাতির জন্য যথাযথভাবে গড়ে তুলতে চাইলে তাকে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হয়। শুধু ভাব দিয়ে কখনো কারও উন্নতি হয় না। মানুষ পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন-মান নিশ্চিত করতে ভাব ও কাজের সুসমন্বয় সাধন করতে হয়। কারণ কেউ যদি তার আত্মস্বার্থে সাধারণ মানুষকে জাগাতে চায়, তাহলে তারা হয়তো জাগে, কিন্তু বৃহতের কল্যাণ সাধিত হয় না। মানবকল্যাণে ভাবসহকারে এই কর্মসাধনাকেই লেখক সত্যের সাধনা বলেছেন।

গ • উদ্দীপকের কাশেমের বৈশিষ্ট্য 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের সঙ্গে পরিকল্পিত কর্মশক্তি ও বাস্তব উদ্যোগের প্রয়োজনের দিকটি সম্পর্কযুক্ত।

• একটি সম্পূর্ণ কাজের জন্য ভাবের প্রয়োজন। কিন্তু শুধু ভাবের কোনো মূল্য নেই। ভাবকে কাজের সঙ্গে সঠিকভাবে মিশাতে হয়, তবেই লক্ষ্য অর্জিত হয়। কারণ কাজের মাধ্যমে ভাব রূপায়িত হয়।

• উদ্দীপকে দুজন ব্যক্তির ভাব পরিকল্পনা ও কর্ম তৎপরতার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এদের একজন হাশেম, সে কাজের পরিকল্পনা করে অনেক, কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পারে না। অন্যজন কাশেম, সে যতটুকু পরিকল্পনা করে ততটুকুই ভালোভাবে সম্পন্ন করে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কাশেমের মধ্যে ভাব ও কাজের সমন্বয় লক্ষ করা যায়। তার বৈশিষ্ট্য 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে প্রতিফলিত লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। যার মধ্যে সত্য সাধনা প্রকাশ পেয়েছে এবং দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তি, উন্নতি ও কল্যাণের দিকটি নিহিত রয়েছে।

ঘ • "উদ্দীপকের হাশেম আত্মার শক্তিকে নষ্ট করেছে।" 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

• যেকোনো কাজের সফলতার জন্য কর্মদক্ষতা ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা না নিয়ে কোনো কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। কোনো কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হলে ওই কাজের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিকে উপযুক্ত জ্ঞানবুদ্ধি ও দক্ষতার অধিকারী হতে হয়।

• উদ্দীপকে হাশেম ও কাশেম দুই ব্যক্তির স্বভাব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এদের মধ্যে হাশেম কেবল পরিকল্পনা করে, কিন্তু কোনো কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। তার ভাব আছে, কিন্তু ভাবের সমন্বয় ঘটানোর জন্য কাজ নেই। ফলে তা হাশেমকে লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে না। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক এ বিষয়টিকে স্পিরিট বা আত্মার শক্তির পবিত্রতা নষ্টের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ মানুষের মনের ভাব জাগানোর সঙ্গে সঙ্গে তা কর্মে রূপদান করতে হয়। ভাবের দাস হলে চলে না, কর্মের প্রতি মনোযোগী হতে হয়।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ভাব ও কাজের সমন্বয়সাধন করতে বলেছেন মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে। যারা তা না করে আত্মস্বার্থ চিন্তা করে তারা তাদের আত্মার শক্তিকে নষ্ট করে। উদ্দীপকের হাশেম ভাবকে কাজে না লাগিয়ে আত্মশক্তিকে নষ্ট করেছে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৭ বিষয় : কাজে সফলতা অর্জনে পরিশ্রমের ভূমিকা।

তোমরা ভদ্র সম্প্রদায়, মানি, দেশের দুর্দশা জাতির দুর্গতি বুঝো, লোককে বুঝাতেই পারো এবং ঐ দুর্ভাগ্যের কথা কহিয়া কাঁদাইতে পার, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামিয়া কার্য করিবার শক্তি তোমাদের আছে কি? না, নাই। এ-কথা যে নিরেট সত্য, তাহা তোমরাই বুঝো। কাজেই তোমাদের এই দেশকে, জাতিকে উন্নত করিবার আশা ঐ কথাতেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যদি একবার আমাদের এই জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারো, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া ভাই বলিয়া কোল দিবার তোমার উদারতা থাকে, তাহাদিগের শক্তির উন্মেষ করিতে পারো, তাহা হইলে দেখিবে তুমি শত বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা সত্ত্বেও যে-কাজ করিতে পারিতেছ না, একদিনে সেই কাজ সম্পন্ন হইবে। [তথ্যসূত্র : উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন– কাজী নজরুল ইসলাম]

ক. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? ১

খ. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক আমাদেরকে ভাবের দাস হতে নিষেধ করেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বক্তব্য 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের ভাবার্থ 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের একটি মাত্র দিককে নির্দেশ করে, সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না।"– যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৪

ক • কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

খ • 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক আমাদেরকে ভাবের দাস হতে নিষেধ করেছেন। কারণ তাতে কাজের প্রতি অনীহা জন্মে, উন্নতি ও মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

• কাজ অপেক্ষা ভাব যেন বড় না হয় এ ব্যাপারে লেখক আমাদের সতর্ক করেছেন। কারণ কাজের চেয়ে ভাব বড় হলে সেই ভাব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ভাব ও কাজের সমন্বয় সাধন করা না গেলে মুক্তি ও উন্নতি সম্ভব নয়। কাজের প্রয়োজনে ভাবকে ব্যবহার করতে হবে, ভাবের প্রয়োজনে কাজ নয়। তাই লেখক ভাবের দাস না হয়ে, ভাবকে কাজের দাসরূপে নিয়োগ করতে বলেছেন। বলেছেন কর্মে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ভাব সাধনাও করতে হবে।

গ • উদ্দীপকের বক্তব্য 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কাজের দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছে।

• পরিশ্রমের মাধ্যমেই কাজে সফলতা আসে। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ পরিশ্রম করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও কাজ থেকে দূরে সরে থাকে। কারণ তারা যথেষ্ট আরামপ্রিয়। এভাবে কাজ থেকে দূরে থেকে জাতির উন্নতি ও আত্মমুক্তি সম্ভব নয়।

• উদ্দীপকের বক্তব্যে কাজের ক্ষেত্রে পরিশ্রমের ভূমিকার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। শক্তি থাকার পরও কাজের ক্ষেত্রে পরিশ্রম না করলে সফল হওয়া যায় না। দেশ ও জাতির উন্নতির লক্ষ্যে জনশক্তিতে কাজের দিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখকের মতে মানুষকে কাজে উদ্বুদ্ধ করেই মহৎ কিছু অর্জন করা যায়। আর সফলতার জন্য সঠিক উদ্যোগের পাশাপাশি কর্মশক্তিরও প্রয়োজন। জাতির উন্নতির জন্য উদ্দীপকে প্রতিফলিত পরিশ্রমের দিকটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বক্তব্য 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের পরিশ্রমের দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছে।

ঘ • "উদ্দীপকের ভাবার্থ 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের একটি বিশেষ দিককে নির্দেশ করে, সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

• মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ভাব ও কাজের মধ্যে পার্থক্যও বিদ্যমান। কিন্তু কাজের যথাযথ পরিকল্পনা ও স্পৃহা ছাড়া অনেক ভালো উদ্যোগও সফলতা পায় না।

• উদ্দীপকের ভাবার্থে কাজে সফলতা অর্জনে পরিশ্রমের ভূমিকার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। কাজে সফলতা অর্জনের জন্য ভালো উদ্যোগের পাশাপাশি পরিশ্রমের প্রয়োজন। ভালো কাজে জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেই দেশ ও জাতির উন্নতি সম্ভব। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধেও এই বিষয়টি আলোচনার পাশাপাশি ভাব ও কাজ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন মানুষকে কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের গুরুত্ব অনেক। কাজের পরিকল্পনা ও স্পৃহা ছাড়া ভালো উদ্যোগও নষ্ট হয়ে যায়। তাই দেশের উন্নতি ও মুক্তির জন্য তিনি ভাব ও কাজের সমন্বয় ঘটিয়ে বাস্তবধর্মী কাজে সক্রিয় হওয়ার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে ভাবের মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তা কাজে প্রয়োগের দিক আলোচিত হয়েছে। আর কাজে সফলতা আনতে প্রয়োজন যথেষ্ট পরিশ্রম। তবেই দেশের উন্নতি এবং মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে। কিন্তু উদ্দীপকে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কাজে সফলতা অর্জনে পরিশ্রমের ভূমিকার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে, যা প্রবন্ধের পুরো ভাবকে ধারণ করে না। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৮ দিনাজপুর বোর্ড ২০১৮

জেএসসি পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হওয়ায় সামিহা প্রতিজ্ঞা করেছিল, এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করবেই। কিন্তু সেই অনুযায়ী লেখাপড়া করে না সামিহা। ফেসবুক নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত থাকে সে।

ক. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে কোনটিকে 'মহাপাপ' বলা হয়েছে? ১

খ. "ভাবের সুরা পান করো ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইও না" বলতে প্রাবন্ধিক কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের সামিহার কর্মকাণ্ড 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সামিহাকে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য বাস্তবায়ন করতে হলে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে? 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৫

ক • 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে অন্যের প্ররোচনায় নিজের 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তি নষ্ট করাকে মহাপাপ বলা হয়েছে।

খ • "ভাবের সুরা পান করো ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইও না" বলতে প্রাবন্ধিক ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হয়ে কাণ্ডাকাণ্ড ভালো-মন্দ জ্ঞান না হারিয়ে ফেলাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের ভাবের দাস না হয়ে ভাবকে কাজের দাস করতে বলেছেন। কারণ ভাবের মাত্রা বেশি হলে কাজের প্রতি অনীহা জন্মে, উন্নতি ও মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। কাজ অপেক্ষা ভাব যেন বড় না হয় সেই ব্যাপারে লেখক আমাদের সতর্ক করেছেন। কারণ কাজ অপেক্ষা ভাব বড় হলে সেই ভাব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এ কারণেই ভাব ও কাজের সমন্বয় সাধন করতে হয়। তা না করতে পারলে দেশের কল্যাণ, উন্নতি ও আমাদের মুক্তি সম্ভব নয়। এ কারণেই বলা হয়েছে, ভাবের সুরা পান কর ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইও না।

গ • উদ্দীপকের সামিহার কর্মকাণ্ড 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ভাবের সাথে বাস্তবধর্মী কাজের সমন্বয় সাধন করতে না পারার দিকটিকে নির্দেশ করে।

• কোনো কাজে সফলতা অর্জনের জন্য ওই কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা একান্ত জরুরি। এক্ষেত্রে ভাব ও কাজ উভয়ের সমন্বয় না ঘটলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। কাজেই ইচ্ছা থাকলেই হয় না, ইচ্ছানুযায়ী কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হয়।

• উদ্দীপকে সামিহার কর্মকাণ্ডে ভাব ও কাজের সমন্বয়হীনতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। সামিহা জেএসসি পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করে এসএসসিতে ভালো করার প্রতিজ্ঞা করে। অথচ সেই প্রতিজ্ঞা বা ভাব বাস্তবায়নের জন্য সে কাজ করে না। সে তার লেখাপড়া অপেক্ষা ফেসবুকে বেশি মনোযোগী। উদ্দীপকের সামিহার এ কর্মকাণ্ডের বিষয়টি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ভাব ও কাজের সমন্বয়হীনতার বিষয়টিকে তুলে ধরে। সামিহা এখানে কাজ অপেক্ষা ভাবকে বড় করে তুলেছে, সে ভাবের দাসে পরিণত হয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে শুধু ভাব দিয়ে যে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না, তার জন্য কর্মশক্তির যথাযথ প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে এই বিষয়টি সামিহা ভুলে গিয়েছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের সামিহার কর্মকাণ্ড আলোচ্য প্রবন্ধের ভাবের সাথে বাস্তবধর্মী কাজের সমন্বয় সাধন না করতে পারার দিকটিকে নির্দেশ করে।

ঘ • উদ্দীপকের সামিহাকে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য বাস্তবায়ন করতে হলে ভাব ও কাজের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

• ভাব ও কাজের মধ্যে পার্থক্য অনেক। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু শুধু ভাব দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তার জন্য কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দরকার হয়।

• উদ্দীপকে সামিহা জেএসসি পরীক্ষায় ভালো করতে না পারায় এসএসসি পরীক্ষায় ভালো করার প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু সেই অনুসারে সে কাজ করে না। পরীক্ষায় ভালো করার ইচ্ছা থাকলেও সামিহার মধ্যে তা বাস্তবায়নের তৎপরতা নেই। এই বিষয়টি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ভাব ও কাজের সমন্বয়হীনতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ভাবের দাস হতে নিষেধ করেছেন। ভাবের সাথে বাস্তবধর্মী কাজের সমন্বয় সাধন করতে বলেছেন। কাজেই আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের বক্তব্য বাস্তবায়ন করতে হলে সামিহাকে ভাব ও কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। অর্থাৎ শুধু ভাব নিয়ে বসে থাকলে হবে না, ভাব অনুসারে তাকে কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এসএসসি পরীক্ষায় ভালো করতে হলে তাকে নিয়মিত পড়াশুনা করতে হবে। তা না করলে সামিহার আশা আশাই থেকে যাবে, সে আর সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলেছেন– কাজহীন ভাবের কোনো মূল্য নেই। কারণ কাজহীন ভাব ব্যক্তি, পরিবার, দেশ ও জাতি কারও জন্যই কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। কাজহীন ভাব কর্পূরের মতোই উবে যায়। নিজের বুদ্ধি, নিজের কর্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলে, কর্ম সাধনা দিয়ে তা বাস্তবায়নে উদ্দীপকের সামিহাকে এগিয়ে আসতে হবে। ভাবের আবেগ পরিহার করে কাজে মনোযোগী হতে হবে। নিজেকে সত্যিকার কর্মী হিসেবে গড়ে তুলে ভাব ও কাজের সমন্বয় ঘটাতে পারলেই সামিহার পক্ষে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ০৯ রাজশাহী বোর্ড ২০১৭

মহাজ্ঞানী সাধক নন্দলালের মতে ভব সংসার থেকে মানুষ কর্মের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করতে পারে। কারণ ভাব সাধনায় জীবন আধ্যাত্মিক স্তরে পৌছায় বটে, কিন্তু কর্ম না করলে মানুষের আত্মার মুক্তি ঘটে না। তাই কর্মসম্পাদনেই রয়েছে প্রকৃত মুক্তির পথ।

ক. 'পুয়াল' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ভাবের বাঁশিবাদককে কী ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে? ২

গ. উদ্দীপকের নন্দলালের মন্তব্য 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে প্রতিফলিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'কর্মসম্পাদনেই রয়েছে মুক্তির পথ'– উক্তিটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

▸ শিখনফল ৫

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক • 'পুয়াল' শব্দের অর্থ খড়।

খ • ভাবের বাঁশিবাদককে নিঃস্বার্থ পরোপকারী মনোভাবসম্পন্ন হতে হবে।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ভাবের বাঁশিবাদককেই নিঃস্বার্থ ও পরোপকারী গুণসম্পন্ন হতে বলেছেন। কারণ তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে যেন অন্যেরা ভাব ও কাজের সমন্বয় সাধনে তৎপর হতে পারে। তার মতে কাজহীন ভাবের কোনো মূল্য নেই। যিনি ভাবের বাঁশি বাজাবেন তিনি তা নিজের স্বার্থে বাজাবেন না। তিনি পরহিতে ত্যাগ স্বীকার করবেন। মানবকল্যাণে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আত্মনিবেদন হবে ঋষিতুল্য। যাতে অন্যেরা তাঁকে অনুসরণ করে।

গ • উদ্দীপকের নন্দলালের মন্তব্য 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কাজের গুরুত্বের দিকটিকে প্রতিফলিত করে।

• ভাব ও কাজ উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। তবে ভাব ছাড়াও কাজ হতে পারে, কিন্তু কাজ ছাড়া ভাবের কোনো মূল্য নেই। সার্থকতা লাভের জন্য ভাব ও কাজের সমন্বয় ঘটাতে হবে। কারণ কাজের সাথে ভাবের মিলন না হলে তা থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব নয়।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের গুরুত্বের কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেন, মহৎ কিছু শুধু ভাব দিয়ে অর্জন করা যায় না। তার জন্য কর্মশক্তি ও সঠিক উদ্যোগ প্রয়োজন। লেখক দেশ ও দেশের মানুষের উন্নতি ও মুক্তির জন্য ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হওয়ার কথা বলেছেন। উদ্দীপকেও কাজের গুরুত্বের কথা প্রকাশ পেয়েছে। মহাজ্ঞানী সাধক নন্দলালের মতে, কর্মের মাধ্যমেই কেবল মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে। কারণ কর্ম না করলে আত্মার মুক্তি ঘটে না। একমাত্র কর্মসম্পাদনের মাধ্যমেই ঘটে প্রকৃত মুক্তি। উদ্দীপকের নন্দলালের এই মন্তব্য ও আলোচ্য প্রবন্ধ উভয় ক্ষেত্রেই কাজের গুরুত্ব ও মর্যাদার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের নন্দলালের মন্তব্য 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কাজের গুরুত্বের দিকটিকে প্রতিফলিত করে।

ঘ • "কর্মসম্পাদনেই রয়েছে মুক্তির পথ"– উক্তিটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে যথার্থ।

• মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে শুধু ভাব দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। মহৎ কিছু অর্জন করতে চাইলে কর্মশক্তি এবং সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন।

• উদ্দীপকে সাধক নন্দলালের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে কর্মের গুরুত্বের কথা। তার মতে ভাব সাধনায় জীবন আধ্যাত্মিক স্তরে পৌছায় বটে, কিন্তু আত্মার মুক্তি ঘটে না। আত্মার মুক্তি ঘটে কর্মের মাধ্যমে। কাজের মধ্য দিয়েই মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে। পৃথিবীতে অমর-অক্ষয় হয়। প্রকৃত মুক্তির সন্ধান পায়। এই বিষয়টি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধেও প্রকাশ পেয়েছে। লেখক প্রবন্ধে দেশের মুক্তি ও উন্নয়ন এবং জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করতে বলেছেন। লেখকের মতে, কর্ম না করে শুধু ভাবে আচ্ছন্ন থাকলে সফলতা অর্জিত হয় না।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ভাব ও কাজ এ দুইয়ের সমন্বয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে বলেছেন। দেশের উন্নতি ও মুক্তি এবং মানুষের কল্যাণ করার প্রতি জোর দিয়ে কর্মে তৎপর হতে বলেছেন। কারণ কর্মের মধ্য দিয়েই দেশ ও দেশের জনগণ মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে। উদ্দীপকের নন্দলালের মন্তব্যে এমন কথাই ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন ভাব নয়, কর্ম সম্পাদনে রয়েছে প্রকৃত মুক্তির পথ। তাই বলতে পারি যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১০ কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭

অসাধ্য সাধন করেছেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি মানুষকে ভালো বেসেছেন বলেই তাঁর কথায় সবাই কাজ করেছিলেন। তাঁর কথার সঙ্গে কাজের মিল আছে বলেই মানুষ তাঁকে ভালোবেসে আগলে রেখেছেন।

ক. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে? ১

খ. 'সোনার কাঠি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকটি বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "তাঁর কথার সঙ্গে কাজের মিল আছে বলেই মানুষ তাঁকে ভালোবেসে আগলে রেখেছেন"– মন্তব্যটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৫

ক • 'বিদ্রোহী' কবিতাটি সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

খ • 'সোনার কাঠি' বলতে কার্যক্ষেত্র প্রস্তুত করে মানুষকে জাগিয়ে তোলার স্পর্শকে বোঝানো হয়েছে।

• মানুষকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ভাবের গুরুত্ব আছে। তবে তা যদি কাজের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া না যায় তাহলে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আবার কোনো কাজের জন্য যে পরিমাণ ভাব প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি হলেও তা বিফলে যায়। এ কারণে কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত না করে ভাবের বিস্তার ঘটানো উচিত নয়। কারণ ভাব ও কাজের সমন্বয় ঘটাতে না পারলে মানুষের মুক্তি, উন্নতি নিশ্চিত করা যায় না। কাজেই যেমন রূপকথার রাজকন্যাকে জাগানোর জন্য সোনার কাঠির স্পর্শ দেওয়ার আগে তাকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতি সজাগ থাকা জরুরি। তেমনই ভাব জাগানোর আগে জাগ্রতদের কাজে নিয়োগের কথা ভাবা উচিত।

গ • উদ্দীপকে মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ভাব ও কাজের সুসমন্বয়ের দিকটি বিদ্যমান।

• কাজ ছাড়া ভাব মূল্যহীন। ভাব ও কাজের সমন্বয় ঘটলেই তা সার্থকতা লাভ করে। অনেক সময় কাজের চেয়ে ভাব বড় হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ সম্ভব হয় না। কারণ কাজের সঙ্গে ভাবের মিল না হলে তা হিতে বিপরীত হয়।

• উদ্দীপকে একজন মানবতাবাদী নেতার জীবনাদর্শের দিক সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার জীবনে চিন্তার সঙ্গে কর্মের নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা হয়েছিল। অর্থাৎ ভাবের সঙ্গে কাজের সুসমন্বয় ঘটেছিল। তিনি তার আত্মশক্তি ও দৃঢ়তা দিয়ে মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে ব্রতী হয়েছেন। এ কাজে তিনি মানুষকে ভাব ও কাজের সমন্বয়সাধন করে জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁর কাজ ও ভাবের সুসমন্বয় ঘটেছিল বলেই মানুষ তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেছেন। উদ্দীপকের এই ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধী। তাঁর কর্মকাণ্ডে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখকের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। তার মধ্যে প্রবন্ধে ভাব ও কাজের সমন্বয় ঘটানোর যে কথা বলা হয়েছে সেটার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ • "তাঁর কথার সঙ্গে কাজের মিল আছে বলেই মানুষ তাঁকে ভালোবেসে আগলে রেখেছেন"– মন্তব্যটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে যথার্থ।

• জগতে মহৎ ব্যক্তিরা মানুষের মনে যে ভাব জাগিয়ে তোলেন তা জগতের কল্যাণসাধনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু ভাব হলেই হয় না, ভাবের জন্য কাজের ক্ষেত্রও প্রস্তুত করতে হয়। ভাব জাগিয়ে বসে না থেকে তাকে কাজে লাগাতে হয়।

• উদ্দীপকে মহাত্মা গান্ধীর মানবতাবাদী কর্মকাণ্ড এবং ভাব ও কাজের সমন্বয়সাধনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এই বিষয়টি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখকের মনোভাবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রবন্ধে লেখক ভাব ও কাজের সমন্বয়সাধনের যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন উদ্দীপকের মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। কারণ তিনি মানুষের মনে ভাব জাগিয়ে তাদেরকে দিয়ে মহৎ ও কল্যাণকর কর্ম সম্পাদন করেছেন। তিনি সবাইকে যেমন বুকে টেনে নিয়ে তাদের দুঃখ অনুভব করেছেন তারাও তেমনই তাঁকে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে সম্মান জানিয়েছেন।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক দেশের উন্নতি ও মুক্তি এবং মানুষের কল্যাণের জন্য ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। উদ্দীপকের মহাত্মা গান্ধীর চিন্তায় ও চেষ্টায়ও তার প্রতিফলন ঘটেছে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি আলোচ্য প্রবন্ধের আলোকে যথার্থ।

প্রশ্ন ১১ বিষয় : কর্মবিমুখ মনোভাব।

নন্দ বাড়ির হত না বাহির, কোথা কি ঘটে কি জানি;
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন উল্টায় গাড়িখানি,
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়;
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়,
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল
সকলে বলিল– ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।

[তথ্যসূত্র : নন্দলাল– দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

ক. 'ভাব'কে রূপ দেয় কে? ১

খ. "সাপ লইয়া খেলা করিতে গেলে তাহাকে দস্তুর মতো সাপুড়ে হওয়া চাই।"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের নন্দের মনোভাব 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত মনোভাব পরিহারের তাগিদ 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে।"– মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৫

ক • 'ভাব'কে রূপ দেয় কাজ।

খ • "সাপ লইয়া খেলা করিতে গেলে তাহাকে দস্তুর মতো সাপুড়ে হওয়া চাই।"– উক্তিটিতে যে ব্যক্তি যে কাজটি করতে চায়, তাকে সেই কাজের যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

• যেকোনো কাজের সফলতার জন্য কর্মদক্ষতা ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা না নিয়ে কোনো কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। তা না হলে কাজে ব্যাঘাত ঘটে। সাধারণভাবে চিন্তা করলে বলা যায়, একজন যদি বাঁশি বাজানো জানে তাকেই আমরা সাপুড়ে বলতে পারি না। সাপুড়ে তাকেই বলি যে বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে সাপও ধরতে পারে। কাজেই ভাব জাগাতে পারলেই হবে না, সেই ভাবকে কাজের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ দিয়ে কল্যাণ সাধন করতে হবে। প্রশ্নোক্ত বাক্যে এ বিষয়টিকেই বোঝানো হয়েছে।

গ • উদ্দীপকের নন্দের মনোভাব কর্মবিমুখতার দিক থেকে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

• কাজে সফলতা ও সম্পূর্ণতার জন্য ভাবের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেই ভাবেরও কোনো মূল্য থাকে না, যদি তাকে কাজে রূপান্তরিত করা না যায়। এজন্য আমাদের কাজের পাশাপাশি আত্মার শক্তিকেও জাগিয়ে তুলতে হবে।

• উদ্দীপকে নন্দের কর্মবিমুখ মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ভিতু নন্দ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে সব কাজ থেকে দূরে থাকত। নন্দ বাড়ির বাইরে পর্যন্ত বের হতো না। নৌকাডুবি, সাপ, কুকুরের কামড়, গাড়ি-চাপা পড়ার ভয় তাকে কর্মবিমুখ করে রেখেছে। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধেও লেখক মানুষের কর্মবিমুখ মনোভাব তুলে ধরে আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, কর্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কর্মভয়ে পিছিয়ে থাকার মনোভাব লেখক ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাই বলা যায় যে, কর্মবিমুখতার দিক দিয়েই উদ্দীপকের নন্দের মনোভাব আলোচ্য প্রবন্ধের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ঘ • "উদ্দীপকে প্রতিফলিত মনোভাব পরিহারের তাগিদ 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• মানুষকে কাজে উদ্বুদ্ধ করতে ভাবের গুরুত্ব অনেক। অনেক সময় কর্মে ভীত হয়ে আমরা কর্মশক্তিকেই হারিয়ে ফেলি। তাই কাজে সফলতা অর্জনে আমাদের মনের দুর্বলতাকে দূরে সরিয়ে কর্মবিমুখ মনোভাব পরিহার করতে হবে।

• উদ্দীপকের কবিতাংশে নন্দের মাঝে কর্মবিমুখ মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সাথে উঠে এসেছে নন্দের মৃত্যুভীতি ও অলস জীবনযাপনের কথা। অন্যদিকে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধেও লেখক কাজে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে কর্মশক্তি ও সঠিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। আর বলেছেন মহৎ কিছু অর্জনে ভাব ও কাজের সমন্বয় একান্তভাবে প্রয়োজন। ভাব দ্বারা মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে। যথাযথ পরিকল্পনা ও কাজের স্পৃহা ছাড়া যেকোনো ভালো উদ্যোগ নষ্ট হতে পারে। এজন্য লেখক মানুষের কর্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক মানুষের অলসতাকে পরিহার করে ভাবের সঙ্গে কর্মে তৎপর হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। তবেই নিশ্চিত হবে দেশের উন্নতি, মুক্তি ও মানুষের কল্যাণ। উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রকাশ পেয়েছে কর্মবিমুখ মনোভাব ও অলসতার দিকটি। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১২ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭

বিলেতের এক পণ্ডিত দেশভ্রমণ দ্বারা অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। গ্রিক দেশ থেকে ফিরে এসে তিনি আরম্ভ করলেন মালির কাজ, যা তুমি আমি করতে লজ্জাবোধ করব। তাতে কি তাঁর জাত গিয়েছিল? যার মধ্যে জ্ঞান ও গুণ আছে, সে কয়দিন নিচে পড়ে থাকে? লোকে তাকে সম্মান করে উপরে টেনে তোলেই।

ক. কর্পূর শব্দের অর্থ কী? ১

খ. কীসের উপর ভাবের সার্থকতা নির্ভর করে? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের যে দিকটি নির্দেশ করে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "যার মধ্যে জ্ঞান ও গুণ আছে, লোকে তাকে সম্মান করে উপরে টেনে তোলেই"— উক্তিটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৬

ক • কর্পূর শব্দের অর্থ— বৃক্ষরস থেকে তৈরি গন্ধদ্রব্য বিশেষ যা বাতাসের সংস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

খ • ভাবকে কার্যের দাসরূপে নিয়োগের ওপর ভাবের সার্থকতা নির্ভর করে।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ভাব ও কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে মানুষের কল্যাণ সাধন করার কথা বলেছেন। ভাব মানুষের জাগরণের উপকরণ। মানুষের মনকে জাগিয়ে তুলতে হলে ভাবের প্রয়োজন। মানুষকে তাঁর নিজের, পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের ও জাতির জন্য যথাযথভাবে গড়ে তুলতে হলে তাকে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হয়। কেবল ভাব দিয়ে কখনো কারও উন্নতি হয় না। মানুষকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হয়; তাদেরকে ভাব দিয়ে জাগিয়ে কর্ম দিয়ে এগিয়ে নিতে হয়। এক্ষেত্রে যদি ভাবকে কর্মের দাস হিসেবে নিয়োজিত করা না যায় তবে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ও উন্নতি সম্ভব নয়। কারণ কাজের মাধ্যমেই ভাব রূপায়িত হয় এবং সার্থকতা লাভ করে।

গ • উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ভাবের দাস না হয়ে কর্মশক্তির জন্য ভাবসাধনা করার দিকটি নির্দেশ করে।

• কাজ ছাড়া ভাবের মূল্য নেই। কারণ ভাবের জাগরণ কর্মশক্তিকে বহু গুণে বাড়িয়ে তোলার জন্য, অলস জীবনযাপন করার জন্য নয়। নিজেকে অনেক বড় জ্ঞানী ভেবে কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করা প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ নয়। পৃথিবী মানবের কর্মক্ষেত্র। কাজেই ভাবের সঙ্গে কাজের সমন্বয় না ঘটলে মানুষের মুক্তি ও উন্নতি নেই।

• উদ্দীপকে বিলাত ফেরত এক পণ্ডিত ব্যক্তির কর্মশক্তির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। যিনি অতিসাধারণ কাজ করে নিজেকে মর্যাদার জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন। তিনি ভাবের দাস না হয়ে, ভাবকে তাঁর কর্মের দাস করে নিয়েছেন। তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাকে তাঁর কর্মে প্রবাহিত করে নিজের দেশ ও জাতির উন্নতির চাকাকে আরও গতিশীল করেছেন। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে যে লোকলজ্জা ও ভয়ের কারণগুলো থাকে তা উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে তিনি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশিত ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। লেখক কর্মশক্তি আনার জন্য যে ভাব প্রত্যাশা করেছেন উদ্দীপকের এই ব্যক্তির মধ্যে তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ • "যার মধ্যে জ্ঞান ও গুণ আছে, লোকে তাকে সম্মান করে উপরে টেনে তোলেই"— উক্তটি যথার্থ।

• বাঙালির স্বভাব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাজের চেয়ে ভাবে মজে বেশি। ফলে তাদের মধ্যে যে পরিমাণ ভাবের জাগরণ লক্ষ করা যায়, সেই পরিমাণে কর্মতৎপরতা লক্ষ করা যায় না। কিন্তু ভাবের সঙ্গে কাজের সুসমন্বয় না ঘটলে জীবনে উন্নতি করা যায় না। ফলে জগতে যারা এ দুয়ের সমন্বয় সাধন করে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করে তারা মুক্তি, উন্নতি ও সম্মান ত্রিবিধই অর্জন করে।

• উদ্দীপকে ভাবের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করার নমুনা লক্ষ করা যায়। এখানে পণ্ডিত লোকটি নিজেকে ভাবে না মজিয়ে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। ফলে তাতে তার কর্মদক্ষতার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা-ই তাকে উন্নতির পথ দেখিয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন ভাবকে কাজের সঙ্গে গেঁথে দিলে কীভাবে সফলতা আসে। তার ভিতরে ভাবের বাঁশির সুর যেমন আছে তেমনই আছে কর্মের প্রতি গভীর মনোযোগ। জগৎ সংসারে কর্মবীররা কখনো পিছনে পড়ে থাকেন না।

• 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ভাবের সঙ্গে কাজের সমন্বয় ঘটিয়ে মানবকল্যাণ সাধনের যে কথা বলেছেন উদ্দীপকের জ্ঞানী ব্যক্তিটি মালির কাজ করে তা প্রমাণ করেছেন। তার জ্ঞান, কর্মদক্ষতা তাকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

১। উন্নতির আর এক কারণ হচ্ছে দৃষ্টি ও মনোযোগ। এক ভদ্রলোকের খানিক জমি ছিল। জমিতে লাভ তো হতই না, বরং দিন দিন তাঁর ক্ষতি হচ্ছিল। নিরুপায় হয়ে নামমাত্র টাকা নিয়ে তিনি এক ব্যক্তিকে জমিগুলি ইজারা দিলেন। কয়েক বছর শেষে ইজারাদার এক দিন ভূস্বামীকে বললেন, যদি জমিগুলি বিক্রয় করেন তাহলে আমাকেই দেবেন। আপনার কৃপায় এই কয় বছরে আমি অনেক টাকা জমা করতে সক্ষম হয়েছি। ভূস্বামী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এক বছরের ভেতর যে জমিতে আমি একটা পয়সা উপায় করতে পারি নি, সেই জমি মাত্র কয়েক বছর চাষ করেই খরিদ করতে সাহস করছ? সে বলল, আপনার মতো অমনোযোগী ও বাবু আমি নই! পরিশ্রম ছাড়া আমি আর কিছু জানি নাই। বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমানো আমার অভ্যাস নয়।

[তথ্যসূত্র : উদ্যম ও পরিশ্রম — মোহাম্মদ লুৎফর রহমান]

ক. ভাব ও কাজের মধ্যে তফাত কেমন? ১

খ. কখন ভাবাবেশ কর্পূরের মতো উড়ে যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মিল থাকলেও উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের মূলভাব এক নয়।" বিশ্লেষণ কর। ৪

২। যদি লক্ষ্য থাকে অটুট
বিশ্বাস হৃদয়ে—
দেখা হবেই দেখা
দেখা হবেই বিজয়ে।

ক. পুয়াল অর্থ কী? ১

খ. "ভাব জিনিসটা হচ্ছে পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো"— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে— আলোচনা কর। ৩

ঘ. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের সারকথাই যেন উদ্দীপকে বিদ্যমান— বিশ্লেষণ কর। ৪

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর — টপিকের ধারায় প্রণীত

প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। 'ভাব ও কাজ' রচনাটিতে কাজ কোন জগতের? [সি. বো. '১৭]
উত্তর : 'ভাব ও কাজ' রচনাটিতে কাজ বস্তুজগতের।

প্রশ্ন ২। ঢোল, কাঁসি বাজিয়ে কার ঘুম ভাঙাতে হয়েছিল? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
উত্তর : ঢোল, কাঁসি বাজিয়ে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাতে হয়েছিল।

প্রশ্ন ৩। 'দস্তুরমতো' শব্দের অর্থ কী? [পাবনা জেলা স্কুল]
উত্তর : 'দস্তুরমতো' শব্দের অর্থ রীতিমতো বা যথেষ্ট।

প্রশ্ন ৪। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক কীসের সুরা পান করতে বলেছেন? [পাবনা জেলা স্কুল]
উত্তর : 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ভাবের সুরা পান করতে বলেছেন।

প্রশ্ন ৫। 'বানভাসি' মানে কী? [সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]
উত্তর : 'বানভাসি' মানে হচ্ছে— বন্যায় ভাসানো, বন্যায় যা বা যাদের ভাসিয়ে আনে।

প্রশ্ন ৬। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধটি কার লেখা?
উত্তর : 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা।

প্রশ্ন ৭। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে উল্লিখিত মস্ত বদ-খেয়ালটি কী?
উত্তর : ভাব নিয়ে থাকা এবং লোককে কথায় মাতিয়ে মশগুল রাখা।

প্রশ্ন ৮। লেখক 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে ভাবাবেশকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
উত্তর : লেখক ভাবাবেশকে কর্পূরের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

প্রশ্ন ৯। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ভাবের বাঁশি বাজিয়ে কাকে নাচানোর কথা বলেছেন?
উত্তর : 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জনসাধারণকে নাচানোর কথা বলেছেন।

প্রশ্ন ১০। সাধারণের সমস্ত উৎসাহ ও প্রাণ কীসের মতো ঢাকা পড়ে?
উত্তর : সাধারণের সমস্ত উৎসাহ ও প্রাণ নতুন বানভাসির পর পলিপড়ার মতো।

প্রশ্ন ১১। ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে কার ঘুম ভাঙানো বিচিত্র নয়?
উত্তর : ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানো বিচিত্র নয়।

প্রশ্ন ১২। ভালো উদ্যোগ নষ্ট হয় কীভাবে?
উত্তর : ভালো উদ্যোগ যথাযথ পরিকল্পনা ও কাজের স্পৃহার অভাবে নষ্ট হয়।

প্রশ্ন ১৩। লেখকের মতে আমাদের আশা-ভরসাস্থল কে?
উত্তর : লেখকের মতে আমাদের আশা-ভরসাস্থল যুবকগণ।

প্রশ্ন ১৪। সত্যিকার কর্মীর অভাবে এদেশে মাঝমাঠে কী মারা যায়?
উত্তর : সত্যিকার কর্মীর অভাবে এদেশে মাঝমাঠে সুবর্ণ সুযোগ মারা যায়।

প্রশ্ন ১৫। বাজে লোকদের কারচুপিতে কারা পুয়াল চাপা পড়ে গেছে?
উত্তর : বাজে লোকদের কারচুপিতে সত্যিকার দেশকর্মীরা পুয়াল চাপা পড়ে গেছে।

প্রশ্ন ১৬। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্য কীসের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেন?
উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্য অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেন।

প্রশ্ন ১৭। ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হলে কী হয়?
উত্তর : ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হলে কাণ্ডাকাণ্ড ভালোমন্দে জ্ঞান থাকে না।

প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। লেখক ভাবকে পুষ্পবিহীন সৌরভের সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন?
উত্তর : লেখক ভাবকে পুষ্পবিহীন সৌরভের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ ভাব আবেগনির্ভর অবাস্তব উচ্ছ্বাসমাত্র।

মানুষকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ভাবের গুরুত্ব আছে। তবে তা যদি কাজের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া না যায় তাহলে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আবার কোনো কাজের জন্য যে পরিমাণ ভাব প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি হলেও তা বিফলে যায়। এ কারণে কেবল ভাবে আচ্ছন্ন হলেই হয় না, তাকে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হয়। আত্মশক্তি জাগরণে ভাব ও কাজের সমন্বয় সাধন একান্ত জরুরি। অর্থাৎ ভাব এমন একটা জিনিস যা চোখে দেখা যাবে না কিন্তু তার সৌরভ অনুভব করা যাবে। তাই প্রাবন্ধিক ভাবকে পুষ্পহীন সৌরভের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২। "ভাবকে জাগাইয়া তুলিবেন মানুষের কল্যাণের জন্য।"— ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : "ভাবকে জাগাইয়া তুলিবেন মানুষের কল্যাণের জন্য।"— কথাটির মধ্য দিয়ে লেখক মানবকল্যাণে মানুষকে জাগিয়ে তোলার কথা বলেছেন।

'ভাব' মানুষের জাগরণের উপকরণ। মানুষের মনকে জাগিয়ে তুলতে ভাবের প্রয়োজন। আর সেই মানুষকে তাঁর নিজের, পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের ও জাতির জন্য যথাযথভাবে গড়ে তুলতে হলে তাকে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হয়। শুধু ভাব দিয়ে কখনো কারও উন্নতি হয় না। মানুষকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হয়, তাদের ভাব দিয়ে জাগিয়ে কর্ম দিয়ে এগিয়ে নিতে হয়। সেক্ষেত্রে কেউ যদি আত্মস্বার্থে সাধারণ মানুষকে জাগাতে চায় তাহলে তারা হয়তো জাগে, কিন্তু বৃহতের কল্যাণ সাধিত হবে না। এ কারণে মানুষকে জাগাতে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে সমষ্টির স্বার্থের জন্য প্রশ্নোক্ত বাক্যটিতে এ বিষয়টিই প্রকাশ করা হয়েছে।

অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান — পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত

কর্ম-অনুশীলন ক 'আত্মার শক্তি' বিষয়ে একটি গল্প রচনা কর (একক কাজ)। ▸ পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-11

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : আত্মার শক্তি সম্পর্কে আরও স্পষ্টভাবে জানতে পারবে।

কাজের নির্দেশনা :

১. গল্প কী? গল্পের বই পড়ে তা আগে বুঝে নাও।
২. তোমার বাংলা বিষয়ের শিক্ষকের কাছ থেকে 'আত্মার শক্তি' বিষয়টি সম্পর্কে পাঠ নাও।
৩. তারপর সেই বিষয়ে নিজে গল্প রচনা কর।
৪. প্রয়োজনে পরিবারের বড়দের অথবা শিক্ষকের সহায়তা নিতে পার।

কর্ম-অনুশীলন খ একদল 'ভাবে'র পক্ষে এবং আরেক দল 'কাজে'র পক্ষ নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করবে (দলগত কাজ।) ▸ পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-11

সমাধান :

কাজের ধরন : দলগত কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীরা ভাব ও কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিতর্ক করতে আগ্রহী হবে।

কাজের নির্দেশনা :

১. প্রথমে দুটি দল তৈরি কর।
২. প্রতি দলে তিনজন বা তার অধিক হতে পারে।
৩. এর পর বড়দের সাহায্যে কীভাবে বিতর্কে অংশগ্রহণ ও বিতর্ক করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে কিছু নিয়ম-নীতি আছে, সেগুলো আগে জেনে নাও।
৪. তারপর তোমার শিক্ষকের সহায়তায় প্রশ্নোক্ত বিষয়ে দলগতভাবে বিতর্কে অংশগ্রহণ কর।

সুপার সাজেশন্স

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন্স

প্রিয় শিক্ষার্থী, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ গদ্যটিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।

শিরোনাম	7★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	5★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
○ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।	
○ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৫	৬, ৮, ১১
○ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৪, ৫, ১০	৮, ১২, ১৩, ১৭
○ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১	২

এক্সক্লুসিভ টিপস ▸▸ সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।

যাচাই ও মূল্যায়ন

অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক

Bangla 1st Paper

ক্লাস টেস্ট

বাংলা প্রথম পত্র
অষ্টম শ্রেণি

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১) ১ × ৩০ = ৩০

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. কে এক-নাগাড়ে ছয় মাস ঘুমাত?
ক রাবণ খ কুম্ভকর্ণ
গ রাম ঘ লক্ষ্মণ

২. ভাবকে কাজে রূপান্তরিত করতে না পারলে ভাবাবেশ কীসের মতো উবে যায়?
ক খড় খ কর্পূর
গ স্পিরিট ঘ ধুলো

৩. কাজী নজরুল ইসলাম ভাবকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন কেন?
ক নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য
খ মানুষের কল্যাণের জন্য
গ ভাববাদী হওয়ার জন্য
ঘ বস্তুবাদী হওয়ার জন্য

৪. 'স্পিরিট' শব্দের অর্থ–
i. আত্মার শক্তি
ii. উদ্দীপনা
iii. উৎসাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
শ্রমিক নেতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজারো শ্রমিক মাঠে নেমে এলো। অপেক্ষা করছে নেতার নির্দেশের। কিন্তু নেতা মালিক পক্ষের সাথে গোপন আঁতাত করেন। শ্রমিকদেরকে আন্দোলন স্থগিতের নির্দেশ দেন। ক্ষুব্ধ জনতা বিষয়টি আঁচ করতে পেরে মুহূর্তে ফুঁসে ওঠে। সবকিছু নেতার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

৫. উদ্দীপকের নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণ হলো–
ক ভাব দিয়ে লোককে মাতাতে না পারা
খ ভাবাদেশ কর্পূরের মতো উড়ে যাওয়া
গ গরম গরম কার্যসিদ্ধি করিয়ে না লওয়া
ঘ উৎসাহ ও প্রাণ কাদাঢাকা পড়া

৬. এরূপ নেতৃত্বকে বলা যায়–
i. অনুপযুক্ত নেতৃত্ব
ii. স্বার্থবাদী নেতৃত্ব
iii. কৌশলী নেতৃত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মসাল?
ক ১৮৬১ খ ১৮৮৫ গ ১৮৮০ ঘ ১৮৯৯

৮. ১৮৯৯ খ্রি. ২৫ মে মোতাবেক বাংলা তারিখ কোনটি?
ক ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ১২ই জ্যৈষ্ঠ
খ ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ
গ ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ
ঘ ১০৬ বঙ্গাব্দের ১লা আষাঢ়

৯. কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য সাধনায় ছেদ ঘটে কেন?
ক জেলে থাকার কারণে
খ কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে
গ লাইব্রেরি না থাকার কারণে
ঘ নিজস্ব গবেষণাগার না থাকার কারণে

১০. লেখকের মতে নিচের কোনটি পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো?
ক কাজ খ ভাব
গ শিক্ষা ঘ কথা

১১. লেখকের মতে কোনটি শত্রুতা?
ক স্পিরিট-এর কুব্যবহার
খ স্পিরিট-এর সুব্যবহার
গ স্পিরিটকে কাজে লাগানো
ঘ স্পিরিটকে অবলম্বন করা

১২. ভাবাবেগে কান্ডজ্ঞান হারালে কিসের পতন?
ক মনুষ্যত্বের খ কাজের
গ ভাবের ঘ দেশকর্মীদের

১৩. 'কব্জায়' অর্থ কী?
ক আয়ত্তে, অধিকারে খ সীমার বাইরে
গ দূরত্বে ঘ অধিকারের বাইরে

১৪. শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসে কী হওয়া উচিত নয়?
ক বিরাগ খ গতিশীল
গ উদ্বেল ঘ উদ্যোগ

১৫. 'দস্তুর মতো' কথাটির মানে দাঁড়ায়–
i. রীতিমতো
ii. যথেষ্ট
iii. নিতান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ১৬ ও ১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
ইউরোপের জ্ঞানগুরু প্লেটো। মিসর ভ্রমণকালে মাথায় তেল বেচে রাস্তা-খরচ জোগাড় করতেন। যে কুড়ে, আলসে, সুদখোর ও চোর সেই হীন। ব্যবসায় বা ছোট স্বাধীন কাজে মানুষ হীন হয় না– হীন হয় মিথ্যা, চতুরতা ও প্রবঞ্চনায়।

১৬. উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে নির্দেশ করেছে?
ক শুধু ভাব খ শুধু কাজ
গ ভাব ও কাজের সমন্বয় ঘ অলসতা

১৭. "ব্যবসায় বা ছোট স্বাধীন কাজে মানুষ হীন হয় না– হীন হয় মিথ্যা, চতুরতা ও প্রবঞ্চনায়"– এই বাক্যটিতে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের যে বিষয় ধরা পড়েছে তা হলো–
i. ভাব ও কাজের পার্থক্য
ii. ত্যাগের অভিনয় করে স্পিরিটকে বিশ্রীভাবে উপস্থাপন
iii. নিজের বুদ্ধি, নিজের কর্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১৮. সাময়িক উত্তেজনার মুখে ত্যাগের অভিনয় করতে গিয়ে কাকে বিশ্রীভাবে মুখ ভ্যাঙচানো হয়?
ক স্পিরিটকে খ ভাবকে
গ কাজকে ঘ ব্যক্তিকে

১৯. শিউলিমালা কোন ধরনের রচনা?
ক উপন্যাস খ কাব্যগ্রন্থ
গ প্রবন্ধগ্রন্থ ঘ গল্পগ্রন্থ

২০. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে 'স্পিরিট' হলো আত্মার–
ক উদ্দীপনা খ উৎসাহ
গ পবিত্রতা ঘ মুক্তি

২১. অনর্থক শব্দের প্রতিশব্দ নয় কোনটি?
ক ব্যর্থ খ নিষ্ফল
গ অকারণ ঘ অন্যথা

উদ্দীপকটি পড়ে ২২ ও ২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
মৌমাছি, মৌমাছি/ কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই/ ঐ ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে/ দাঁড়াবার সময় তো নাই।

২২. উদ্দীপকের মূল ভাবনার সাথে নিচের কোন রচনাটির সামঞ্জস্য রয়েছে?
ক সুখী মানুষ খ ভাব ও কাজ
গ অতিথির স্মৃতি ঘ আমাদের লোকশিল্প

২৩. উক্ত রচনায় লেখক যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো–
i. কর্মহীন ভাবনা দেশ ও সমাজ উন্নয়নের অন্তরায়
ii. জীবনসচেতন প্রাণী কর্ম ছাড়া চলতে পারে না
iii. সৎ পথ ও সৎ উপার্জন সুখী মানুষের মূল চালিকাশক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে 'দাদ' শব্দের অর্থ কী?
ক প্রতিশোধ খ প্রভাব
গ পরনিন্দা ঘ পরিমাণ

২৫. কোন দুটির মধ্যে পার্থক্য অনেক?
ক দায়িত্ব ও কর্তব্য খ ভাব ও কাজ
গ আশা ও ভরসা ঘ হাট ও বাজার

২৬. 'আসমান' এবং নিচের কোন শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে?
ক আকাশি রং খ বাতাস
গ আকাশ ঘ সাগর

২৭. "আর ভাবের ঘরে চুরি করিও না"– এটি কার কথা?
ক ভাবুকের খ মহাজ্ঞানীর
গ শিক্ষকের ঘ লেখকের

২৮. কর্পূর কী দিয়ে তৈরি হয়?
ক পারদ দিয়ে খ বৃক্ষের রস দিয়ে
গ লবণ দিয়ে ঘ শেওলা দিয়ে

২৯. বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয় কত সালে?
ক ১৯১৯ খ ১৯১৮
গ ১৯২০ ঘ ১৯২১

৩০. আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করাকে কী বলে?
ক নিন্দা খ ক্ষয়
গ লয় ঘ মহাপাপ

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ৫ = ৫০

১। অসাধ্য সাধন করেছেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি মানুষকে ভালো বেসেছেন বলেই তাঁর কথায় সবাই কাজ করেছিলেন। তাঁর কথার সঙ্গে কাজের মিল আছে বলেই মানুষ তাঁকে ভালোবেসে আগলে রেখেছেন।
ক. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে? ১
খ. 'সোনার কাঠি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকটি বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "তাঁর কথার সঙ্গে কাজের মিল আছে বলেই মানুষ তাঁকে ভালোবেসে আগলে রেখেছেন"– মন্তব্যটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। হাশেম সারাদিন নানা ধরনের কাজের শুধু পরিকল্পনাই করে, কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পারে না। আর কাশেম পরিকল্পনা কম করলেও সবটুকুকেই সে কর্মে রূপ দেয়। কাশেমের জীবনের সাফল্য হাশেমের চেয়ে অনেক বেশি।
ক. লোকের কোমল অনুভূতিতে ঘা দেওয়া কী? ১
খ. সত্যের সাধনা বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের কাশেমের বৈশিষ্ট্য 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের হাশেম আত্মার শক্তিকে নষ্ট করছে।"– 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৩। জেএসসি পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হওয়ায় সামিহা প্রতিজ্ঞা করেছিল, এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করবেই। কিন্তু সে অনুযায়ী লেখাপড়া করে না সামিহা। ফেসবুক নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত থাকে সে।
ক. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে কোনটিকে 'মহাপাপ' বলা হয়েছে? ১
খ. 'ভাবের সুরা পান করো ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইও না' বলতে প্রাবন্ধিক কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের সামিহার কর্মকাণ্ড 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সামিহাকে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য বাস্তবায়ন করতে হলে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে? 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। বিলেতের এক পণ্ডিত দেশভ্রমণ দ্বারা অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। গ্রিক দেশ থেকে ফিরে এসে তিনি আরম্ভ করলেন মালির কাজ, যা তুমি আমি করতে লজ্জাবোধ করব। তাতে কি তাঁর জাত গিয়েছিল? যার মধ্যে জ্ঞান ও গুণ আছে, সে কয়দিন নিচে পড়ে থাকে? লোকে তাকে সম্মান করে উপরে টেনে তোলেই।
ক. কর্পূর শব্দের অর্থ কী? ১
খ. কীসের উপর ভাবের সার্থকতা নির্ভর করে? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের যে দিকটি নির্দেশ করে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'যার মধ্যে জ্ঞান ও গুণ আছে, লোকে তাকে সম্মান করে উপরে টেনে তোলেই'– উক্তিটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৫। শ্রম অনুপাতে হয় উন্নতি সাধন,
যে চায় উন্নতি, করে রাত্রি জাগরণ।
যে জন মুকুতা চায়, ডুবে সিন্ধুজলে,
তবে তো রতন লাভ ভাগ্য তার ফলে।
রতন যতন বিনা চাহে যেই জন,
অসম্ভব আশা তার বিফল জীবন।
ক. দেয়াল ভাঙতে হলে কোথায় শাবল মারতে হবে? ১
খ. "সামনের দেওয়ালকে ভাঙিতে হইলে একেবারে তাহার ভিত্তিমূলে শাবল মারিতে হইবে।"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।"– মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

৬। আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাঁহাদেরই দলে, যাঁহারা কর্মী নন ধ্যানী। যাঁহারা মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেন সেবা দিয়া, কর্ম দিয়া, তাঁহারা মহৎ যদি না-ই হন, অন্তত ক্ষুদ্র নন। ইঁহারা থাকেন শক্তির পেছনে রুধির ধারার মতো গোপন, ফুলের মাঝে মাটির মমতা-রসের মতো অলক্ষ্যে।
ক. বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয় কত সালে? ১
খ. ভাবাবেশকে কর্পূরের মতো বলা হয়েছে কেন? ২
গ. উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিককে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "মিল থাকলেও উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের মূলভাব এক নয়।" বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। নন্দ বাড়ির হত না বাহির, কোথা কি ঘটে কি জানি;
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন উল্টায় গাড়িখানি,
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়;
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়,
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল
সকলে বলিল– ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।
ক. 'ভাব'কে রূপ দেয় কে? ১
খ. "সাপ লইয়া খেলা করিতে গেলে তাহাকে দস্তুর মতো সাপুড়ে হওয়া চাই।"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের নন্দের মনোভাব 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত মনোভাব পরিহারের তাগিদ 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে।"– মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৮। মহাজ্ঞানী সাধক নন্দলালের মতে ভব সংসার থেকে মানুষ কর্মের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করতে পারে। কারণ ভাব সাধনায় জীবন আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছায় বটে, কিন্তু কর্ম না করলে মানুষের আত্মার মুক্তি ঘটে না। তাই কর্মসম্পাদনেই রয়েছে প্রকৃত মুক্তির পথ।
ক. 'পুয়াল' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ভাবের বাঁশিবাধকে কী ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারে? ২
গ. উদ্দীপকের নন্দলালের মন্তব্য 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে প্রতিফলিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'কর্মসম্পাদনেই রয়েছে মুক্তির পথ'– উক্তিটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা ▸ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	খ	২	খ	৩	ঘ	৪	ঘ	৫	খ	৬	ক	৭	ঘ	৮	খ	৯	খ	১০	খ	১১	ক	১২	ক	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ঘ
১৬	গ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	গ	২১	ঘ	২২	খ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	খ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	ঘ

উত্তরসূত্র ▸ সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ▸ 37 পৃষ্ঠার ১০ নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▸ 34 পৃষ্ঠার ৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৩ ▸ 35 পৃষ্ঠার ৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৪ ▸ 38 পৃষ্ঠার ১২ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৫ ▸ 31 পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৬ ▸ 33 পৃষ্ঠার ৪ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৭ ▸ 37 পৃষ্ঠার ১১ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৮ ▸ 36 পৃষ্ঠার ৯ নং প্রশ্ন ও উত্তর

[দ্রষ্টব্য : অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে 'আনন্দপাঠ' থেকে ২০ নম্বরের বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে। সে বিবেচনায় বর্ণনামূলক প্রশ্ন উহ্য রেখে অধ্যায়ের প্রস্তুতি যাচাইমূলক উপর্যুক্ত প্রশ্নপত্রটি দেওয়া হলো।]